of men to destroy it by a flood. Noah who was the most righteous man of his time, was commanded to prepare an ark, into which when finished, he entered, together with his wife, his three sons, and their wives, in all eight persons; and with them a pair of all living creatures; after which, the earth was overwhelmed with a flood, and with the exception of those who were preserved in the ark, the whole of the human race perished. This event happened sixteen hundred and fifty-six years after the creation, and it terminates the first epoch.

Of this flood which destroyed the universe, all mankind have retained some tradition, and the natural proofs of it are to be found in many places. Those productions which are peculiar to particular countries, are frequently discovered many feet beneath the ground, far from the places where they are indigenous. Had not the order of nature been disturbed at the time of the flood, we should not have thus found the productions of one country, buried below the surface in other countries.

Relative to the early ages of the world, the various writers among those nations who heretofore possessed a knowledge of letters, have abandoned themselves to the wildest fancy. Emboldened by the general ignorance of mankind, some have maintained that the world was ten thousand years old, others have

লেন, এবং তৎকালীন যাথার্থিক নুখ নামে এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর জাহাজ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন. সে জাহাজ প্রস্তুত হইলে নুখ ও তাহার ভার্য্যা ও তাহার তিন পুত্র ও তাহারদিগের তিন ভার্য্যা, সকলে আট জন, এবং সকল জীবের এক২ দম্পতী সেই জাহাজে প্রবিষ্ট হইল. তাহার পর পৃথিবী জলপ্লাবিতা হইল, এবং ঐ জাহাজের মধ্যে অবস্থিত লোকভিন্ন কোন লোক রক্ষা পাইল না. ষোল শত ছাপ্পান্ন বৎসর পৃথিবী হইলে পর এ কর্ম্ম হইল, এবং এই কর্ম্মেতে পৃথিবীর আয়ুর প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইল।

সকল জাতির মধ্যে এই পৃথিবীনাশক জলপ্লাবনের কথা ধারা বাহিক রূপে চলিতেছে, এবং তাহার স্বাভাবিক চিহ্ন সর্ব্বত্র পাওয়া যায়. যে২ বস্তু কেবল এক স্থানে জন্মে অন্যত্র জন্মে না, সেই২ বস্তু মৃত্তিকা খনন করিলে তাহার দূর দেশেও কখন২ পাওয়া যায়. যদি পৃথিবীর স্বভাব জলপ্লাবনেতে উৎপ্লুত না হইত, তবে এমত এক দেশের বস্তু অন্য দেশের মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া যাইত না।

যে২ দেশের মধ্যে বিদ্যার চলন পূর্ব্বে ছিল সে দেশের ইতিহাস বেত্তারা পৃথিবীর প্রথম আয়ুর বিষয়ে আপন২ ইচ্ছানুসারে বর্ণনা করিয়াছেন. লোকেরদের অজ্ঞানতাতে সাহসী হইয়া, কেহ২ পৃথিবীর আয়ু দশ হাজার বৎসর কহে, কেহ২ এক লক্ষ, কেহ২ দশ লক্ষ,

given it a hundred thousand years; others a million, and some have even declared that it is eternal. The accounts of no two nations agree in this respect, and we are therefore led strongly to suspect the correctness of all their calculations. Those nations who applied to astronomy, fixed the age of the world according to astronomical calculations; and the different periods which they assigned to it, were only certain periods within which the heavenly bodies complete a certain circle. Thus, the Egyptians fixing the age of the world according to the rotations of the planets, assigned to it thirty-six thousand five hundred and twenty-five years. The Hindoos have given four yoogus to the world, at the end of which, they predict a great *pruluyu* or destruction. Their astronomers found that, supposing the planets to have started at one time from any one sign, they would all return conjointly to that sign in so many millions of years: this mighty period of time they affixed as the duration of the earth, with which however it has no connection. That after the lapse of this long period, the planets, should they continue, will certainly be found in one sign, is certain, but this cannot in the least degree affect the duration of the earth, which is itself one of the planets which will move into that sign in unison with the others.

The flood continued a hundred and forty days; after it had subsided, the ark rested on mount Ararat in Armenia, when Noah, his family, and all the living

ও কেহ২ কহিয়াছেন যে পৃথিবী অনাদি- ইহাতে কোন ২ দেশায় লোকের মতে পৃথিবীর আয়ু এক হয় না, অতএব প্রায় সকল গণনা মিথ্যাবোধ হয়- কিন্তু যে জাতির মধ্যে খগোলীয় বিদ্যা আছে, তাহারা গ্রহ নক্ষত্রাদির গমনানুসারে পৃথিবীর সময় স্থির করিয়াছে, এবং তাহারা পৃথিবীর যে২ আয়ু কল্পনা করিয়াছে, সেই কাল কেবল গ্রহেরদের কোনহ কক্ষার ভ্রমণকালমাত্র. এই মত মিসরদেশীয় লোকেরা গ্রহের গমনানুসারে পৃথিবীর সময় বর্ণনা করিয়া ছত্রিশ হাজার পাঁচ শত পঁচিশ বৎসর কহিত; এবং হিন্দু লোকেরা পৃথিবীর চারি যুগ করিয়াছে, তাহারপর এক মহা প্রলয় কল্পনা করিয়াছে- হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা দেখিল, যে যদি সকল গ্রহ কোন এক সময়ে এক রাশিহইতে নির্গত হইত, তবে ভ্রমণ করিয়া২ তাহারা এত লক্ষ বৎসরের পর, পুনর্ব্বার এক সময়ে সেই রাশিতে একত্র হইবেক. এই মহাসময় পৃথিবীর আয়ু তাহারা কহে; কিন্তু পৃথিবীর সহিত ইহারদের কি বাধ্যবাধকতা, যে এমত দীর্ঘ সময়ের পর যদি গ্রহ থাকে তবে তাহারা এক রাশি ভোগ করিবে, এই নিশ্চয়; কিন্তু ইহাতে পৃথিবীর নাশ ও স্থৈর্য্যের কি হইতে পারে, যেহেতুক পৃথিবী আপনি এক গ্রহ, এবং অন্য সকল গ্রহেরদের সহিত ভ্রমণ করিয়া, সে সময়ে এক রাশি ভোগ করিবেক।

বন্যা এক শত চল্লিশ দিনপর্য্যন্ত রহিল; জল শুষ্ক হইলে পরে সে জাহাজ আরমানি দেশস্থ আরারাট পর্ব্বতের উপরে স্থির রহিল, এবং নূহ ও তাহার পরিজন, এবং সকল জীব বাহির

creatures left it, and went abroad on the earth, which was now dry. If we examine the various histories which refer to that period, we shall perceive every thing to indicate the infant state in which society then was. Among other things we may remark the following: the earth a few years after the flood was become a vast wilderness; in process of time, with the increase of mankind, little villages were formed, and finally towns and cities were established. The monsters of the woods were therefore the greatest enemies of the human race, and those who endeavoured to deliver mankind from the fear of them, were the chief objects of praise among the poets of those days. The laws by which men were then bound, were exactly adapted to an infant state of society; the manners of mankind were simple; the authority of kings was unknown; but as one race generally resided together, the lineal patriarchs of the family exercised authority over the whole community. Their poetry was a celebration of feats of strength and courage, and the greatest portion of mankind lived a pastoral life. All these circumstances evidently manifest that society was then in its infancy.

About two centuries after the flood, when the race of man was increased, they begun to build a lofty tower with the view of its serving as a place of security against a future flood. All mankind then spoke one language; but God confounded their speech, so that being unable to understand one another, they

হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীর উপর আইল. যদি সে সময়ের সকল জাতির ইতিহাস পড়ি, তবে পৃথিবী যে সে সময়ে নুতন ছিল, ইহা নিশ্চয় জানা য়ায়. সে নবীনত্বের লক্ষণ এইং, জলপ্লাবনের কএক বৎসর পরে পৃথিবী বন হইল, এবং কালক্রমে মনুষ্যজাতি বর্দ্ধিষ্ণু হইল, ও ক্রমেং ক্ষুদ্র গ্রাম জন্মিল, পরে কালক্রমে নগরাদি হইল। এইহেতুক সে সময়ের লোকের প্রধান শত্রু বনপশু, যাহারা সেই পশু মারিয়া লোকেরদের উপকার করিতে উদ্যোগ করিত, সে লোকের প্রশংসা সকল কাব্যে ছিল. সে সময়ের ব্যবস্থাও পৃথিবীর নুতনত্বানুসারে স্থির ছিল, তৎকালীন লোকের ব্যবহারও অতি সুগম ছিল, এবং সে সময়ে রাজশাসন রাজদ্বারা হইত না, কিন্তু একং বংশীয় লোক সকল একত্র বাস করিত, তত্তদ্বংশীয় প্রাচীন ব্যক্তিরা তাহারদিগের শাস্তামাত্র ছিল তাহারদিগের কাব্যেতে কেবল বীর ও সাহসিরদের প্রশংসা, এবং গোমেষাদি পালনরূপ ব্যবসায়. এই সকল ক্রিয়াদ্বারা পৃথিবীর নূতনত্ব জানা যায়।

জলপ্লাবনের দুই শত বৎসরের পর মনুষ্যবর্গের বৃদ্ধি হইলে, তাহারা একটা উচ্চ গড় গাঁথিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে তাহারা এমত মানস করিয়াছিল, যে যদি কখন জলপ্লাবন হয় তবে তাহার উপরে থাকিয়া বাঁচিব ; সকল মনুষ্যের সে সময়ে কেবল এক ভাষা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাহারদের ভাষার ব্যত্যয় করিলেন, তাহাতে কেহ কাহারো বাক্য বুঝিতে না পারিয়া, গড় গাঁথিতে ক্ষান্ত হইল. এই

relinquished the building of the tower; which was called Babel, and thence formed the Capital of the first monarchy, which was afterward called Babylon.

Egypt.

IT is highly probable that *Egypt* was peopled shortly after the flood. It was famous for science, and its astronomical calculations are more ancient than those of any other nation. From thence, the knowledge of astronomy and of the other sciences as well as of the arts, spread into Greece and the surrounding countries. The greatest and most durable wonder in Egypt is, the tombs of its monarchs, which are called Pyramids. They are built four-square, and gradually diminish as they ascend from the base. The largest among them is five hundred and thirty cubits high, and at the base five hundred and thirty cubits on each side. One hundred thousand workmen, it is said, were employed ten years in laying the foundation of it, and the same number of men were occupied twenty years in building it up. During the time of its erection, the men employed in the work are said to have expended two lacks of Rupees solely in the purchase of onions for their food. Though it has now been built nearly Four Thousand years, it is still entire.

Greece and the countries on the northern shore of the Mediterranean sea, were peopled from Egypt. It

গড়ের নাম বাবেল ছিল, ও সে স্থানের রাজ্যের রাজধানী হইয়া ঐ বাবেল নগর বাবেলন নামে খ্যাত হইল।

মিসর দেশবিষয়ে।

এমন বোধ হয় যে জলপ্লাবনের অল্পদিন পরে মিসর দেশে লোক বসতি হইল, সে দেশে বিদ্যাভ্যাস অনেক ছিল, প্রায় সকল দেশহইতে জ্যোতিষ গণনা তাহারদিগের প্রাচীন. সেই দেশহইতে গ্রীক দেশে ও অন্যং দেশে জ্যোতিষ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও অন্যং বিদ্যা ব্যাপ্ত হইল. সেখানকার আশ্চর্য্য চিরস্থায়ী কর্ম্ম রাজবংশের কবর, তাহারদিগের নাম পিরামিদ. তাহারদের পত্তন চতুষ্কোণ, ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া সূচ্যগ্র ন্যায় উঠিল. তাহার মধ্যে প্রধান পিরামিদ পাঁচ শত ত্রিশ হস্ত উচ্চ, এবং পত্তনের প্রতিদিগ পাঁচ শত ত্রিশ হস্ত পরিমাণ, তাহার ভিত্তি পত্তন করিতে এক লক্ষ লোক দশ বৎসর পরিশ্রম করিল, এবং এক লক্ষ লোক কুড়ি বৎসরে তাহার গাঁথন সমাপ্ত করিল. তাহাতে যে মজুর লোকেরা যাবৎ কাল কর্ম্ম করিল, তাহারদিগের খাদ্য পেঁয়াইজ খরচে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইল. সে প্রায় চারি হাজার বৎসর প্রস্তুত হইয়া অদ্যাপি সেই রূপ আছে।

মিসর দেশহইতে গ্রীক দেশে এবং ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের উত্তর পার্শ্বে লোকেরা প্রথম বসতি করে. মিসর দেশ অনেক কাল

remained for a long time subject to its own sovereigns Five hundred and twenty-two years before the birth of Christ, Cyrus, king of Persia, conquered Egypt, and it remained subject to the Persian monarchy till the time of Alexander the Great, who having overturned the kingdom of Persia, conquered it and founded in it a city which he called after his own name, Alexandria.

The empire which Alexander created, was divided after his death among his generals. Egypt fell to the lot of Ptolemy, whose descendants enjoyed the sovereignty of it till the year forty-four before the birth of Christ. In that year, the Romans conquered it, and made it a province of their vast empire. The family of Ptolemy was famous for its patronage of learning, and for the magnificent library which they formed, and which comprised Eight hundred thousand volumes. A part of this library was burnt at the time of Julius Cæsar in a conflagration which consumed a part of the city; it was afterwards replenished and increased, but Omar the *Moosul*man Kalif caused it to be wholly burnt about six hundred and forty years after the death of Christ.

The Jews.

THE nation which arose next in succession to Egypt after the flood, was that of the Jews. The true know-

আপনারদিগের রাজার অধীন রহিল, পরে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে পাঁচ শত বাইশ বৎসরে পারসের রাজা কোরেশ সে দেশজয় করিল, এবং সেকন্দরশাহ্ বাদশাহের অধিকার কালপর্য্যন্ত সেই দেশ পারসের বাদশাহের অধীন হইয়া রহিল ; সেকন্দরশাহ্ পারসের রাজাকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিলেন, এবং মিসর দেশ আপন অধীন করিয়া সেখানে এক নগর আপন নামানুসারে আলেক্সান্দ্রিয়া নামে নির্ম্মাণ করিলেন।

তিনি যেং রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মরণের পর তাঁহার সেনাপতিরা তাহা অংশ করিয়া লইয়া ভোগ করিতে লাগিল. মিসর দেশ তলমির হাতে পড়িল, এবং তাহার সন্তান প্রভৃতি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ব চৌয়াল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত ভোগ করিল. সেই বৎসর রোমাণেরা মিসর দেশ জয় করিল, ও আপন মহারাজ্যের এক প্রদেশ করিল. তলমির বংশেরা বিদ্যার আধিক্যেতে, ও এক মহাপুস্তকালয় করাতে খ্যাত হইল ; সেই পুস্তকালয়ে আট লক্ষ পুস্তক ছিল. জুলিয়স কাইসরের অধিকার কালে সে নগরের প্রদেশ দাহ হওয়াতে সেই পুস্তকের এক ভাগ দাহ হইল. ইহার পর পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক অধিকসংখ্যক হইল, কিন্তু খ্রীষ্টের মরণের পর ছয় শত চল্লিশ বৎসর ওমারকালিফ সে সমুদয় পুস্তক ভস্মসাৎ করিল।

য়িহুদী লোক।

জলপ্লাবনের পর যে লোক মিসর জাতির পর প্রাদুর্ভূত হইল, সে য়িহুদী লোক. সকল জাতির মধ্যে ঈশ্বরবিষয়ক কৃত জ্ঞান লুপ্ত

ledge of God having been almost lost among men, God selected one family in order to establish in it the true knowledge of himself. It was nearly four hundred years after the flood, that God called Abraham out of the land of the Chaldeans, and promised to give the land of Judea to his descendants if they continued to obey his commandments. Abraham's grand-son Jacob had twelve sons, whose descendants constituted the nation, which was thus divided into twelve tribes. Jacob went down into Egypt in a time of great famine, and there his family increased to an amazing degree, and suffered every kind of oppression from the king of the country. After they had remained in Egypt above two hundred years, God brought them forth with many wonders, and established them in the land of Canaan. For four hundred years after this event, they continued under the government of various persons appointed to that office by God himself. In process of time, they began to desire a king like the other nations of the world, and Saul was elected to that office. To him succeeded David, during whose reign the kingdom arose to a heighth of glory it never attained before, and has not seen since. Solomon, the son of David, erected a temple, so large and built of such costly materials, that the world has never beheld another edifice equally magnificent. He exerted himself greatly for the promotion of commerce, which contributed much to the prosperity of his reign. After his death his son Rehoboam ascended the throne, a weak

হইলে ঈশ্বর তাহার ও তাহার সন্তানেরদের মধ্যে আপন বিষয়ক জ্ঞান স্থৈর্য্য করিবার নিমিত্ত, এক বংশ মনোনীত করিলেন. জলপ্লাবনের চারি শত বৎসর পরে, ঈশ্বর কাশিদী দেশহইতে অব্রাহামকে ডাকিলেন এবং তাহার নিকটে অঙ্গীকার করিলেন, যে যদি তোমার সন্তানেরা আমার আজ্ঞাপালন করে তবে য়িহুদী দেশ তাহারদিগকে দিব. অব্রাহামের পৌত্র যআকুবের বার পুত্র ছিল, এবং তাহারদিগের সন্তানেরদের দ্বারা সে জাতি উৎপন্ন হইল এইহেতুক সে জাতির বার অংশ হইল. যআকুব আপন পরিজন লইয়া দুর্ভিক্ষকালে মিসর দেশে গেল, এবং সেখানে তাহার বংশের মহা বৃদ্ধি হইল ও তাহারা সেখানে রাজাকর্ত্তৃক অনেক দুঃখ পাইল. মিসর দেশে দুই শত বৎসরপর্য্যন্ত রহিলে; পরে ঈশ্বর তাহারদিগকে অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্মের দ্বারা বাহিরে আনিলেন ও কনআন দেশে স্থাপিত করিলেন. সেখানে তাহারা চারি শত বৎসরপর্য্যন্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত অধ্যক্ষেরদের অধীন হইয়া রহিল। কালক্রমে তাহারা অন্য দেশীয়েরদের মত আপনারদের এক রাজা করিতে ইচ্ছা করিল; এবং শাউল নামে রাজা অভিষিক্ত হইল. শাউলের পর দাউদ সিংহাসনে বসিল, ও তাহার সময়ে রাজ্যের এমত মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য হইল যে তাদৃশ তাহার পূর্ব্বে ও তাহার পর কখন হয় নাই. দাউদের সন্তান শলমন এক মন্দির গাঁথিলেন; সে এমত বড়, ও বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত, যে তাহার মত পৃথিবীর মধ্যে আর কখন হয় নাই তিনি বাণিজ্যের বিষয়ে অতিশয় উদ্যোগী হইলেন, তাহাতে আপন দেশে ঐশ্বর্য্যের অতিশয় বৃদ্ধি হইল. তাহার মরণের পর তাহার পুত্র রখবোআম সিংহাসনে বসিল সে

monarch, under whose reign ten of the twelve divisions of the kingdom revolted and established a separate monarchy. Three hundred and fifty years after Rehoboam, Nebuchadnezer the king of Babylon added this country to his other conquests. One hundred years before this event however, the ten tribes which had erected a separate kingdom, were carried away captive by the king of Assyria into a land which is supposed to have been contiguous to Afghanisthan, where they have remained to this day. Seventy years after the king of Babylon had conquered Judea, the king of Persia having destroyed the kingdom of Babylon, erected the Persian monarchy upon its ruins, and restored the Jews to their own country. They continued subject to the Persians till the time of Alexander the Great, who having overturned the Persian monarchy, the little kingdom of Judea necessarily became subject to him. From that period to the birth of Christ, Judea was sometimes independent, and sometimes subject to the surrounding nations. A few years after the birth of Christ, it was completely conquered by the Romans, who expelled the people from their own country. From that time to the present, they have remained scattered among all nations; but they retain to this day their manners, worship, and language unaltered.

Assyria.

AS late as seven hundred years before the birth of

এমত অবোধ ছিল, যে তাহার সময়ে দেশের বার ভাগের দশ ভাগ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অধীন হইল. রখবোআমের রাজত্বের তিন শত পঞ্চাশ বৎসর পর, বাবেলের রাজা নিবুকদ্‌নেসর সে দেশ আপন অধিকারের সহিত সংলগ্ন করিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এক শত বৎসর ঐ রাজ্যের যে দশ ভাগ অন্যের অধীন হইয়াছিল. তাহারদিগকে সপরিবারে আশূরের রাজা স্বদেশে লইয়া গেল. সে দেশ আফঘানস্থানের নিকটবর্ত্তী অনুমান হয় তদবধি তাহারা সেখানে বাস করিতেছে. বাবেলের রাজা য়িহুদী দেশ জয় করিলে সত্তরি বৎসরের পর, পারসীর রাজা বাবেলের রাজ্য লুপ্ত করিয়া পারসীর রাজ্য তাহার উপরে স্থাপিত করিলেন. এবং য়িহুদীরদিগকে তাহারদের দেশে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন; সেখানে তাহারা সেকন্দরশাহের অধিকারপর্য্যন্ত পারসীরদের অধীন হইয়া রহিল. সেকন্দরশাহ যখন পারসীর দেশ জয় করিলেন; তখন সুতরাং য়িহুদীরদের ক্ষুদ্র দেশও তাহার মধ্যে পড়িল. সেকন্দর শাহ্ অবধি খ্রীষ্টের জন্মপর্য্যন্ত, য়িহুদীরা কখনং স্বাধীন ও কখনং চতুর্দ্দিক্‌স্থ রাজার অধীন ছিল: খ্রীষ্টের জন্মের কতক বৎসর পর রোমাণেরা সে দেশ সমুদায় জয় করিল, ও প্রত্যেক য়িহুদী লোককে সে দেশহইতে দূর করিয়া দিল. সে কালাবধি তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া সকল জাতির মধ্যে স্থানেং আছে, কিন্তু তথাপি তাহারা আপন ব্যবহার ও ঈশ্বরারাধনা ও স্বকীয় ভাষা ত্যাগ করে নাই.

আশূর ।

খ্রীষ্টের জন্মিবার পূর্ব্বে সাত শত বৎসর পৃথিবীর মধ্যে সকলহই

Christ, the kingdom of Assyria was the most extensive in the world. Its ancient history is involved in great obscurity, the first king was Nimrod, who is supposed to have established his empire three hundred years after the flood. After his death he was worshipped by his subjects as a god. In those ages the mode of confering honor on the brave and the enterprizing, was to esteem them gods. Mankind have always manifested a desire to deify the founders of their respective kingdoms, hence the first king of almost every country is said to have had a divine origin. The first king of the Romans, of the Greeks, of the Assyrians, and of several other countries were regarded by their subjects as gods. From this it appears highly probable, that the gods of the Romans, and of the Greeks, were either ancient monarchs, or men renowned for courage.

The daughter-in-law of Nimrod, Semiramis, rendered herself famous by her enterprize and courage. It is strongly conjectured that she either built or enlarged the city of Babylon. After conquering all the surrounding countries, she became desirous of subduing India, and prepared a mighty army with which she crossed the Sind river and penetrated into the Punjab. But the king of the Punjab by gradually retreating, drew her into the recesses of his country, and then suddenly attacking her, defeated her army, so that she fled in great consternation, back into her own country. The Indian monarch pursued her as far as the Sind river,

প্রবল আশূর রাজ্য ছিল, কিন্তু তদ্দেশীয়েরদের পূর্ব্বকালীন ইতিহাস অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছে. তাহার প্রথম রাজার নাম নিম্‌রোদ, সে জলপ্লাবনের তিন শত বৎসর পর, আপন রাজ্য স্থাপন করিল, তাহার মরনের পর প্রজাগণ তাহাকে দেবতারূপে পূজা করিল; কেননা সে কালে সাহসী ও কীর্ত্তিশালী লোকেরদিগকে দেবতাদিরূপে সকলে সম্ভ্রম করিত; এবং বসতিস্থানের স্থাপককে দেবতাস্বরূপ করিয়া মানিতে সকল জাতিমধ্যে সকলেরি চেষ্টা আছে, সেই কারণ প্রায় সকল দেশের লোকেরা আপনারদের প্রথম রাজাকে দেবাংশ করিয়া মানিয়াছে. এই মত রোমাণেরদের ও গ্রীকেরদের ও আশূরের প্রথম রাজাকে এবং অন্য২ দেশের প্রজারাও আপন২ প্রথম রাজাকে দেবতা কহে. ইহাতে বুঝা যায় যে গ্রীক ও রোমাণ লোকেরা যাহারদিগকে দেবতা করিয়া মানিত, তাহারা সে২ দেশের রাজা কিম্বা অতিসাহসী ব্যক্তি ছিল।

নিম্‌রোদের পুত্রবধূ সোমিরামা আপন কীর্ত্তি ও সাহসদ্বারা বড় খ্যাতা ছিল. অনুমান হয়, যে বাবেল নগর সেই গাঁথিয়া থাকিবেক কিম্বা বাড়াইয়া থাকিবেক. সে চতুর্দিকস্থ দেশ জয় পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিতে বাসনা করিয়া, মহাসৈন্য সমেত সিন্ধু নদী পার হইয়া পঞ্জাব আক্রমন করিল. কিন্তু পঞ্জাবের রাজা ক্রমে২ পিছে হটিয়া, আপন দেশের মধ্যে তাঁহাকে আনিয়া এক কালে এমত যুদ্ধ করিল যে তাহাতে সোমিরামা ভীতা হইয়া

but forbore to cross it, probably through fear of losing cast.

After the death of Semiramis, thirty kings are enumerated as having successively sat upon the throne. The last king Sardanapalus gave himself up to indolence and iniquity. Arbaces, one of his chiefs, the ruler of the province of Media, revolted against and overcame him. The king, seeing no resource left collected a large quanity of wood in the Royal palace and burnt himself, his wife, his family, his eunuchs and his treasures in one grand conflagration. Thus the kingdom of Assyria was overturned nearly seven hundred years before the birth of Christ. The empire was afterward divided into three sovereignties ; that of Niniveh ; that of Babylon, and that of Media. These three for some time remained independent of each other; but within the space of forty years, the king of Niniveh conquered Babylon, and united that kingdom to his own. Fifty years afterwards, the king of Niniveh, becoming effiminate, renounced all care of his kingdom. The ruler of the province of Babylon, uniting with the king of Media, then conquered Niniveh and firmly established the kingdom of Babylon, which soon became exceedingly powerful. One of its sovereigns, Nebuchadnezer, after conquering many kingdoms, became intoxicated with his own glory, and as a punishment lost his reasoning faculties. He had cast a large image of himself of gold, sixty cubits high, and commanded all his

পলাইয়া আপন দেশে গেল. পঞ্জাবের রাজা নদীর তীরপর্য্যন্ত আইল, কিন্তু জাতিভ্রংশ ভয়ে পার হইল না।

সোমিরামার মরণের পর, ত্রিশ রাজা ক্রমে ঐ সিংহাসনে বসিল. তাহার শেষ রাজা সার্দানাপুল আপনি আলস্যেতে ও দুষ্কর্ম্মেতে মত্ত হইল. পরে ঐ রাজ্যের এক প্রদেশ মাদীয়ের অধ্যক্ষ আর্বাসিস, আক্রমণ করিয়া রাজাকে উদস্ত করিল. রাজা উপায় না দেখিয়া, রাজগৃহে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া আপনি ও স্ত্রী ও পরিজন ও খোজা ও ধন সকল একত্র করিয়া, অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইল. এই মতে খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সাত শত বৎসরে আশূর রাজ্য লুপ্ত হইল. সেই রাজ্য তিন ভাগ হইল নিনিবেহ্ ও বাবেল ও মাদিয়া; এই তিন রাজ্য কিছু কাল স্বাধীন ছিল, পরে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে নিনিবেহের রাজা বাবেল নগর অধিকার করিয়া, আপন রাজ্যে মিশ্রিত করিল. পঞ্চাশ বৎসরের পর তাহার সন্তান সিংহাসনে বসিয়া, স্ত্রীবাধ্য হইল এবং রাজকর্ম্মে বিরত হইলে, বাবেলের জমীদার মাদিয়াধিপের সহিত মিলিয়া, নিনিবেহের রাজ্যহইতে রাজাকে উদস্ত করিল, এবং বাবেলের রাজ্য দৃঢ়রূপে পুনর্ব্বার স্থাপিত করিল, সে রাজ্য কিছু কাল পরে সকল হইতে পরাক্রান্ত হইল. তাহার এক রাজা নিবুকদ্নেসর অনেক রাজ্যজয় করিয়া ঐশ্বর্য্যমত্ত হইয়া, এই দণ্ড পাইল যে তাহাতে সে পাগল হইল. সে স্বর্ণের ষাইট হাত উচ্চ আপনার এক প্রতিমূর্ত্তিতে

subjects to fall down and worship it. His grandson succeeded to the kingdom, without possessing ability to govern it, and was conquered by Cyrus the king of Persia, who took the capital city Babylon at a time when the king and the whole court were enjoying themselves at a great feast.

Media.

THE kingdom of Media was established by Arbaces about seven hundred years before the birth of Christ. Its sovereigns gradually conquered all the little surrounding states, and thereby greatly increased the power and magnificence of their own kingdom; but as long as the kingdom of Babylon continued, they were unable to obtain the full sovereignty of that part of the country. Nearly two hundred years after the establishment of the kingdom of Media, Cyrus the heir apparent to the throne, (his mother being the daughter of the king of Media, while his father was the king of Persia,) was invited by his grandfather, the sovereign of Media into that country, and received from him the entire command of his army. With this army, he conquered the kingdom of Babylon, and after great efforts, took its capital city. This city was so extensive that the intelligence of its capture did not reach those who lived at the extremity of the city, for three days after that event. Cyrus united the kingdom

করিয়া, সকল প্রজাগণকে তাহার সেবা করিতে আজ্ঞা করিল. পরে তাহার পৌত্র সিংহাসনে বসিল, সে রাজ্যশাসনের যোগ্য ছিল না ; যখন রাজা ও অমাত্যগণ এক মহাভোজে বসিয়াছিল, সেই কালে পারসের রাজা কোরেশ রাজধানী নগর বাবেলন লইয়া আপন অধীন করিল ।

মাদিয়া ।

মাদিয়া রাজ্য খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সাত শত বৎসর আর্বাসিসের দ্বারা স্থাপিত হইল. তাহার রাজারা ক্রমে চতুর্দ্দিক্‌স্থ ক্ষুদ্র২ দেশ লইয়া আপন রাজ্যের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য বাড়াইল ; কিন্তু যত দিন বাবেলনের রাজ্য ছিল, তত দিন তাহারা পৃথিবীর সেই প্রদেশের উপর সমুদায় কর্তৃত্ব করিতে পারিল না. মাদিয়ার রাজ্য স্থাপনের পর দুই শত বৎসর কোরেশ যুবরাজ হইল, তাহার পিতা পারসের রাজা ছিল, এবং তাহার মাতা মাদিয়ার রাজকন্যা ; পরে তাহার মাতামহ মাদিয়ার রাজা তাহাকে আনিয়া আপনার সকল সৈন্য তাহার অধীন করিয়া দিল. সে সেই সৈন্য লইয়া বাবেলনের রাজ্য জয় করিয়া রাজধানী বাবেল নগর অনেক পরিশ্রমে লইল. সে নগর এত বড় ছিল, যে কোরেশের জয়শব্দ তিন দিন পরে সীমাস্থ লোকেরা শুনিতে পাইল. কোরেশ রাজা পারস ও মাদিয়া ও বাবেলন ও অন্য২

of Persia, Media, Babylon, and several other states into one mighty monarchy, which comprized a hundred and twenty-seven provinces, and was called the kingdom of Persia.

Persia.

FIFTY years after Cyrus, Xerxes mounted the throne. He is chiefly famous for his unsuccessful attempt to conquer Greece. Greece was situated on the confines of Europe, and though exceedingly small, the people were highly courageous. Xerxes having determined to invade it, collected together a million of soldiers. On his arrival near the sea which separates Europe from Asia, he erected a large bridge, which was soon after destroyed by the violence of the waves. Xerxes highly incensed at this, commanded the sea to receive three hundred lashes, and as a further indication of his wrath caused to be thrown into it a set of iron chains, to bind it. When Xerxes arrived in Greece, three hundred noble Greeks, prefering death to the loss of independence, placed themselves in a strait through which Xerxes's army was obliged to pass, where they fought against the Persian army, till their whole number was completely destroyed. When some one told the Grecian commander, that the Persian darts would by their number conceal the light of the sun; he replied 'we shall then fight in the shade.' Xerx-

রাজ্য লইয়া একত্র করিয়া পৃথিবীর মধ্যে এক অতিবড় রাজ্য স্থাপন করিল, তাহার মধ্যে এক শত সাতাইশ স্ববা ছিল, সেই মহা রাজ্যের নাম পারস হইল।

পারস দেশ।

কোরেশের পঞ্চাশ বৎসর পরে জের্কেস সিংহাসনে বসিলেন. তিনি এই বিষয়ে বড় খ্যাত যে তিনি গ্রীক দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই. গ্রীক দেশ ইউরোপের সীমাবর্ত্তী, সে অতিক্ষুদ্র, কিন্তু তত্রস্থ লোক বড় সাহসী. জের্কেস সে দেশ জয় করিতে মনে স্থির করিয়া দশ লক্ষ সেনা একত্র করিলেন. ইউরোপ ও আসিয়া বিভাগকারি সমুদ্রের নিকটে পঁহুছিলে, সেইখানে একটা সাঁকো গাঁথিলেন, কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গে সাঁকো ভগ্ন হইলে জের্কেস মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রকে তিন শত বেত মারিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ক্রোধের অন্য চিহ্ন লৌহের শৃঙ্খল সমুদ্রকে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহার মধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন. জের্কেস গ্রীক দেশে পঁহুছিলে তিন শত প্রশংসনীয় গ্রীকেরা, অন্যের অধীন হওয়াহইতে মরণ শ্রেয়ো জ্ঞান করিয়া, তাহারদের গন্তব্য পর্ব্বতের এক গলিতে প্রাণ ত্যাগপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল. যখন এক ব্যক্তি সে তিন শত প্রশংসনীয় গ্রীক সেনাপতিকে সমাচার দিল, যে পারসীর রাজার বাণে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইবে, তখন সে কহিল, যে ভাল হইল, আমরা ছায়াতে যুদ্ধ করিব. জের্কেসের দশ লক্ষ সৈন্য ও অসংখ্য জাহাজ গ্রীকের

es's army of a million of soldiers, and his numerous fleet were so discomfited by the Greeks, that he fled out of the country alone, and finding the bridge which he had built again broken by the violence of the waves, was glad to cross over in a little ferry boat. For a hundred and fifty years after this, there was continual war between the Persians and the Greeks, till the time of Alexander the Great, who overcame that great monarchy with a very small army.

Greece.

GREECE was composed of a number of little states, the chief sway over which was sometimes enjoyed by one state, and sometimes by another. It was peopled from Egypt, but its earliest history is buried in obscurity. About one thousand eight hundred years before Christ, Inachus established the first kingdom in it. Six hundred years after his time, arose Hercules who became famous through the security he gave his countrymen by destroying the robbers who oppressed it, and by delivering it from the wild beasts who infected it. About a hundred years after, the various kings of Greece formed a confederacy to overturn the kingdom of Troy. Troy was situated at a little distance from the place where Constantinople now stands. The Greeks besieged the city ten years, and finally took it by stratagem. They proclaimed every where, that they were tired of the vain attempt they

দের কর্তৃক এমত মারা গেল, যে তিনি একাকী সে দেশহইতে পলায়ন করিলেন, এবং আপন নির্মিত সাঁকো তরঙ্গদ্বারা পুনর্ব্বার ভগ্ন দেখিয়া, একটা গুদারার নৌকায় সমুদ্র পার হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন. পরে দেড় শত বৎসর সেকন্দরশাহের অধিকারপর্য্যন্ত গ্রীকেরদিগের ও পারসীরদিগের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ ছিল, পরে সেকন্দরশাহ অত্যল্প সৈন্যদ্বারা সে মহারাজ্য জয় করিলেন।

গ্রীক দেশ।

গ্রীক দেশের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্রং রাজ্য ছিল তাহার মধ্যে কখন একটা প্রবল হইত ও কোন সময়ে অন্য প্রবল হইত. মিসর দেশহইতে আসিয়া লোক প্রথমে সেখানে বসতি করে, কিন্তু তাহারদিগের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত অন্ধকারে মগ্ন. অনুমান হয় যে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ব আটার শত বৎসর ইনাকস প্রথম আসিয়া সে দেশে রাজ্য স্থাপন করে. ছয় শত বৎসরের পরে হরকুলিস্ নামে এক মহাবীর দুষ্ট দমনদ্বারা ও হিংসুক পশু বধদ্বারা আপন দেশে শান্তি দিয়া বড় খ্যাত হইলেন. সত্তরি বৎসর পরে গ্রীক দেশের নানা রাজা ত্রোয় নগর নাশ নিমিত্ত একপরামর্শ হইল. কনস্তান্তিনোপল যে স্থানে এখন আছে তাহাহইতে কিছু দূরে ত্রোয় নগর ছিল. গ্রীকেরা সে নগর দশ বৎসরপর্য্যন্ত ঘেরিয়া রাখিল, পরে এই ছল দ্বারা লইল; তাহারা সর্ব্বত্র এই রব প্রকাশ করিল, যে আমরা দশ

had made for ten years, and were about to return home. Having prepared a large horse they dedicated it to the tutelar deity of Troy, and then retired to a little distance from the city. This horse contained in its belly a number of armed men, and was so large that in order to admit it, it became necessary to pull down a part of the city wall. In the night, when the inhabitants of the city had retired to rest in the greatest apparent security, the soldiers issued from the horse, and being joined by the troops who were concealed without the city, completely sacked it. This is one of the greatest exploits recorded in Grecian History, and the remembrance of it will never be lost, as it has been celebrated by the two noblest poets in the Greek and Latin languages. Had not the war between the Greeks and the Trojans been celebrated by the poet Homer, it would probably have been immediately forgotten; but this is the reward of genius; it renders deeds immortal, which would otherwise be unimportant. Thus the war between Ram*a* king of Oude, and Ravun*a* king of Lunka, has been rendered immortal by the poetry of Valmeek. Homer was born three hundred years after the fall of Troy. As Valmeek is the first Sanskrit poet, so Homer was the first poet among the Greeks. Both these writers to augment the dignity of their poems, have given their heroes a divine origin. And to support the dignity of their hero, they have likewise given to the warriors of the opposite party, a descent from the gods.

বৎসরপর্য্যন্ত মিথ্যা ভ্রমণ করিলাম, এখন স্বদেশে চলিলাম, কিন্তু একটা মহাঘোটক প্রস্তুত করিয়াছি ইহা তোমারদিগের গ্রাম্য দেবতাকে দিলাম; ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গুপ্তরূপে থাকিল. সে মহাঘোটকের উদরের মধ্যে কতক শস্ত্রধারী লোক ছিল, এবং সে ঘোটক এমত বড় যে তাহাকে নগরমধ্যে আনিতে নগরের প্রাচীর কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিতে হইল. পরে রাত্রিযোগে লোক নির্ভয়েতে নিদ্রাযুক্ত হইলে ঘোটকের উদরস্থ সৈন্য ও বহিস্থ সৈন্য একত্র হইয়া সে নগর লুপ্ত করিল. গ্রীকের মধ্যে এই এক প্রধান ইতিহাস, ইহার স্মরণ কখন লোকের মনহইতে লুপ্ত হইবে না, যেহেতুক গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে সকলহইতে এতদ্বিষয়ক বাক্য প্রধান. গ্রীক ও ত্রোয়াণেরদের মধ্যে যে যুদ্ধ ছিল, যদ্যপি হোমের নামে কবিদ্বারা তাহার গান না হইত, তবে সে প্রায় তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইত. অতএব জ্ঞানের ফল এই, যে অল্প বিষয়েতে জ্ঞানবানের গানদ্বারা কীর্ত্তি অক্ষয় হয়. এই মত লঙ্কার রাজা রাবণের সহিত অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের যুদ্ধ বাল্মীকির গানদ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তিশালী হইল. ত্রোয় নগর নাশের তিন শত বৎসর পরে হোমের পৃথিবীতে জন্মিলেন. যেমত সংস্কৃত মধ্যে প্রথম কবি বাল্মীকি, সেই মত গ্রীকের মধ্যে প্রথম কবি হোমের. এ দুই কাব্যকারকেরা আপ[illegible]কাব্যের খ্যাতি বৃদ্ধির কারণ বর্ণনীয় ব্যক্তিকে দেবাংশরূপে বর্ণন করিয়াছেন, এবং বর্ণনীয়েরদিগের দেবত্ব প্রতিপাদনার্থে তাঁহারদিগের যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় সেনারদেরও দেবাংশরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

Four hundred years after Homer, the king of Persia invaded Greece, as before related. During these four hundred years, the various countries of Greece made such advances in knowledge and civilization that Greece, though insignificant in extent, has become highly famous. When the king of Persia invaded Greece, the different states which composed it, entered into a mutual combination for the defence of their country; yet were they unable to collect more than ten thousand soldiers, to oppose the innumerable host of the Persian king. But its statesmen and generals were men of astonishing ability, and finally succeeded in expelling the Persians from their country. From the Persian invasion to the time of Alexander the Great, one hundred and seventy years elapsed; during which period, the little states were continually at war with each other. It was during this period that they made so astonishing a progress in knowledge, manufactures, architecture, sculpture, painting, poetry, music and eloquence, that there is scarcely any limit to their fame; no nation has since been able to exceed them in these various pursuits; their renown has onl increased with the lapse of time, and other nations have since felt proud to imitate the noble exemplars which the Greeks have left. Yet the population of the whole country did not at any time exceed the population of the single district of Burdwan. The Persian monarchy though a hundred times larger, is scarcely ever mentioned; and never

হোমেরের পর চারি শত বৎসর, পারসীর রাজা গ্রীক দেশে আইল যেমত পূর্ব্বে কহা গিয়াছে. এই চারি শত বৎসরের মধ্যে, গ্রীক দেশের নানা রাজ্যের লোকেরা আপনং বিদ্যা ও সভ্যতা এমত বাঢ়াইল, যে সেই দেশ পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে অতিক্ষুদ্র হইয়াও অতিখ্যাত হইয়াছে. পারসের রাজার যুদ্ধার্থে আইসন কালে, গ্রীক দেশস্থ অনেকে আপন দেশ রক্ষার্থে একপরামর্শ হইল; কিন্তু পারসীর অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে, গ্রীক লোকেরা দশ হাজার সৈন্যের অধিক পুস্তুত করিতে পারিল না; কিন্তু গ্রীকেরদের মন্ত্রী ও সেনাপতি অতিজ্ঞানবান, তাহারা পারসীরদিগের সৈন্য আপন দেশহইতে শেষে দূর করিয়া দিল. পারসীর রাজার আগমনাবধি সেকন্দরশাহপর্য্যন্ত, এক শত সত্তরি বৎসর গত হইল; ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রং রাজ্য পরস্পর যুদ্ধ করিল. এ সময়ে তাহারা বিদ্যা ও শিল্পেতে ও গৃহাদি নির্ম্মাণে ও ভাস্কর কর্ম্মে ও চিত্র কর্ম্মে ও কাব্য ও বাদ্য ও বক্তৃতাতে এমত নিপুণ হইল, যে তাহারদিগের সুখ্যাতির সীমা নাই; সে অবধি সেই সকল কর্ম্মের তুল্য কোন জাতির মধ্যে এমন হয় নাই, এবং কালের গমনেতে তাহারদের সুখ্যাতি কেবল বাঢ়িতেছে; অন্যং লোক তাহারদিগের সাদৃশ্যেতে অহঙ্কার করে. কিন্তু সেখানকার লোকসংখ্যা জেলা বর্দ্ধমানের লোকসংখ্যাহইতে অধিক কখন ছিল না. পারসীর রাজ্য এক শতগুণ বড় হইয়াও

without disgust, because of its barbarism, ignorance, and injustice.

At length Alexander the Great, king of Macedonia in Greece, having subdued all the surrounding states, proceeded on his great expedition against the king of Persia, whose kingdom he completely overthrew. When he left his own country, he was only twenty years of age ; he then divided his possessions among his friends, and when they asked him what he had reserved for himself, he answered, 'hope.' In twelve years he conquered the greatest part of the then known world. Having thus rendered himself terrible, he became intoxicated with his success. As a man at the summit of a lofty mountain is unable to keep himself steady, so he who has raised himself by any circumstances greatly above his fellow-creatures, is seldom able to preserve himself from pride. Alexander exacted of his subjects divine honors, and regarded himself as really descended from the gods. Yet this hero, so exalted in ability, in power, and in glory, perished at last in a fit of intoxication. Before the birth of Christ, Alexander and Semiramis were the only two, who crossing the Indus entered India in a warlike attitude. After the death of Alexander, his generals divided his empire among themselves. Greece continued subject to the kings of Macedonia for a hundred and seventy years, after which the Romans conquered the whole country. From this event the Romans derived the greatest be-

আপন অসভ্যতা ও অজ্ঞানপ্রযুক্ত তাহার নাম কেহ করে না, বরং নাম করিলে অবজ্ঞা করে।

পরে গ্রীক দেশস্থ মাকিদোনিয়ার রাজা সেকন্দরশাহ চতুর্দ্দিকস্থ নানা ক্ষুদ্র রাজ্য আপন অধীন করিয়া, পারসীর দেশের উপর আক্রমণ করিয়া তাহারদের রাজ্য নষ্ট করিলেন. যখন তিনি আপন দেশ ছাড়িলেন, তখন তাঁহার বিশ বৎসর বয়ঃক্রম; সেই সময়ে তিনি আপন পৈতৃক অধিকার আপন মিত্রেরদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন. যখন তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি আপনার কারণ কি রাখিলা, তিনি উত্তর করিলেন ভরোসামাত্র. তিনি বার বৎসরের মধ্যে প্রায় তৎকালে প্রকাশিত পৃথিবীর সকল ভাগ জয় করিলেন, এবং পৃথিবীর মধ্যে সকলের অজেয় হওয়াতে মনে অহঙ্কার জন্মিয়া, ক্ষিপ্তমত হইলেন. যেমত লোক অত্যুচ্চ পর্ব্বতে উঠিলে তাহার মস্তক ঘুরে, সেই রূপ সকলের মধ্যে যে লোক কোন যোগে অতিবড় হয় সে লোক অবশ্য অহঙ্কারগ্রস্ত হয়. সেকন্দরশাহ আপনাকে দেবতারূপে সেবা করিতে প্রজা লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, এবং আপনিও আপনাকে দেবাংশ জ্ঞান করিতেন. এই মহাবীর জ্ঞান ও পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যেতে অতিপ্রসিদ্ধ হইয়া, শেষে মদ্যপানে মত্ত হইয়া মরিলেন. * খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে কেবল সেমিরামা এবং সেকন্দর শাহ সিন্ধুনদী পার হইয়া যুদ্ধার্থে ভারতবর্ষে আইলেন. সেকন্দরশাহের মরণের পর, তাহার সেনাপতিরা তাহার মহারাজ্য বিভাগ করিয়া লইল. গ্রীক দেশ এক শত সত্তরি বৎসরপর্য্যন্ত মাকিদোনিয়া রাজার অধীন হইয়া রহিল, পরে রোমাণেরদের হস্তগত হইল. রোমাণেরা সে কর্ম্মের দ্বারা অতিশয় উপকার

nefit. Before this period, they were in a state of comparative barbarism, but from the Greeks whom they subdued, they learned poetry, eloquence, laws, and civilization.

Rome.

THE last nation which rose to power before the birth of Christ, was Rome, which gradually conquered all the countries of which we have been speaking, though the first settlers in the city were hords of banditti. Seven hundred and fifty-two years before Christ, Romulus founded a city in Italy, to which he invited from the surrounding countries the poor, the distressed, and the infamous. These when collected together, he formed into a regular community, over which he became the king. At the period of his death, forty years after the foundation of the city, which was called Rome, it contained forty thousand inhabitants. Seven kings reigned after him, during the space of two hundred and forty years, who by inviting people from the neighbouring countries, greatly increased the number of their subjects, and by their justice and equitable administration, contributed to establish the infant city.

The seventh monarch lost his crown through his

পাইল, যেহেতুক তাহারা পূর্ব্বে অসভ্য ছিল, পরে আপনারদের কর্ত্তৃক পরাজিত গ্রীক দেশহইতে কাব্য ও ব্যবস্থা ও বক্তৃতা ও সভ্যতা শিখিল।

রুম দেশ।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে যে রাজ্য শেষে উঠিল সে রুম দেশ; সে ক্রমেং যে সকল দেশের বিষয়ে কহা গিয়াছে, সে সকল গ্রাস করিল, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ ডাকাইত ছিল. খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সাত শত বায়ান্ন বৎসর, ইতালি দেশের মধ্যে রমুলস নামে এক ব্যক্তি এক নগর গাঁথিল, এবং চতুর্দ্দিক্স্থ দেশহইতে দরিদ্র ও দুঃখী ও দুষ্ট লোকেরদিগের আহ্বান করিল, এবং তাহারা একত্র হইলে বন্দোবস্ত অনুসারে তাহারদের সকল বিষয় স্থির করিয়া তাহারদিগের উপরে আপনি রাজা হইল. ঐ নগর পত্তন হইলে চল্লিশ বৎসরের পর রমুলস মরিল, সে সময়ে ঐ নগরে চল্লিশ হাজার লোক ছিল. তাহারপর দুই শত চল্লিশ বৎসরে সাত জন রাজ্য করে, এবং তাহারা ক্রমেং অন্য দেশের লোক আনিয়া প্রজাবৃদ্ধি করাইল এবং যথার্থ ব্যবস্থাদ্বারা ঐ নবীন নগর স্থির করিল।

সপ্তম রাজা আপন দৌরাত্ম্য ও সন্তানের নষ্টতাপ্রযুক্ত, রাজ্য

own violence and oppression, and through the lasciviousness of his son. The Romans having expelled him from the throne, passed a law prohibiting under the severest penalties, any attempt to re-establish the regal authority in Rome. For the transaction of the business of the state, they annually elected two magistrates, to whom the supreme authority was committed for one year. For two hundred years after the expulsion of the king, the Romans employed themselves in reducing the various nations of Italy under their own sway. Having accomplished this, they began to extend their conquests over the nations beyond Italy, and within the space of two hundred years more, they accomplished the subjection of all the countries we have before enumerated. In the city of Rome, there stood a temple which was open in the time of war, and closed in time of peace. During the first seven hundred years of Rome, this temple was closed only twice, so continual were the wars in which this nation was engaged. While Rome possessed only a limited sovereignty, the citizens preserved their public virtue, but when they beheld the inhabitants of the most distant countries bend the knee before them,—when they dragged the kings and princes of the earth at their chariot wheels, they became intoxicated with their glory, and soon lost their virtue. The great men of the state strove to obtain the sovereignty of the whole country, and while the nations of the earth trembled at the very name of Rome, its streets were polluted

ভুট হইল. সে সময়ে রোমাণেরা তাহাকে দূর করিয়া ব্যবস্থা করিল যে তাহারদিগের দেশে কখন কেহ রাজা হইবে না, অতএব রাজকর্ম্মকারণ বৎসরং দুই জন লোককে বাছিয়া লইত, এবং এক বৎসরপর্য্যন্ত সকল পরাক্রম তাহারদের অধীন রহিত. রাজা লুপ্ত হওনের পর দুই শত বৎসরের মধ্যে রোমাণেরা ইতালি দেশ ক্রমেং জয় করিল. পরে ইতালির চতুর্দ্দিক্স্থ দেশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল; আর যেং দেশের বিষয়ে কহিয়াছি, দুই শত বৎসরের মধ্যে সে সকল দেশ হস্তগত করিল. রূম নগরের মধ্যে এক্টা মন্দির ছিল সে যুদ্ধসময়ে খোলা থাকিত, অযুদ্ধসময়ে বদ্ধ থাকিত, তাহাতে সে মন্দিরের দ্বার সাত শত বৎসরের মধ্যে কেবল দুইবারমাত্র বদ্ধ ছিল; এই মত রোমাণেরদের অশেষ যুদ্ধ ছিল. যাবৎ রূম দেশ ক্ষুদ্র ছিল, তাবৎ রোমীয়েরদের শিষ্টতা ছিল; যখন দেখিল যে অতিদূর দেশস্থ লোকেরা তাহারদের নিকটে নতমস্তক হইল, ও পৃথিবীর তাবৎ রাজা ও অধ্যক্ষেরদিগকে আপন গাড়ির চাকাতে বদ্ধ করিয়া আনিতে লাগিল, তখন তাহারা ঐশ্বর্য্যেতে মত্ত হইলে তাহারদের শিষ্টতা লুপ্ত হইল. মান্য লোকেরা আপন দেশ আপনার অধীন করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, এবং যে সময়ে রূমের নাম শুবণেতে পৃথিবীস্থ লোকেরদের কম্প হইত, সে সময়ে রূম নগরের পথ পুজারদের রক্তদ্বারা সিক্ত হইত. খ্রীষ্টের

with the blood of its own citizens. Fifty years before the birth of Christ, three Roman generals divided the empire between them, of whom one lost his life and his army in an expedition against the Parthians, who to stigmatize his avarice poured melted gold into his mouth after death. Cæsar, another of the generals, having conquered his colleague, brought the whole empire into subjection to himself. He did not however long enjoy his success; a few virtuous citizens, inflamed with the disgrace of their country, put Cæsar to death. But the bulk of the people were so sunk in corruption, that instead of profiting by the exertions of their fellow citizens, they quietly submitted their neck to the yoke of Cæsar's nephew, who, after enjoying the throne for a considerable time, transmitted it peaceably to his successor. During four hundred years after this event, various individuals ascended the throne. At length, the barbarous nations of Europe pouring down like a torrent on the empire, divided its various provinces among themselves.

We have thus related in a brief manner the history of the world to the time of Christ. At that period, the Roman was the only ruling power in the world, and so universally was it dreaded, that if in the most distant country and among the most barbarous people, any one called himself a Roman citizen, he enjoyed complete security.

পূর্ব্ব পঞ্চাশ বৎসর, রোমাণেরদের রাজ্য তিন জন সেনাপতির হস্তগত হইল তাহার মধ্যে এক জন পারথিয়েরদের দেশে যুদ্ধ করিতেং, সে ও তাহার সকল সৈন্য মারা পড়িল, এবং তাহার মরণের পর তাহার কার্পণ্য জন্য অখ্যাতি প্রকাশের নিমিত্ত সোনা গালিয়া তাহার মুখেতে অর্পণ করিল. কাইসর নামে দ্বিতীয় জন, অবশিষ্ট সেনাপতিকে নষ্ট করিয়া আপনি দেশ হস্তগত করিল; কিন্তু সে রাজ্যভোগ করিতে পারিল না. রোমাণেরদের মধ্যে দুই চারি জন শিষ্ট লোক আপন দেশের লজ্জা প্রযুক্ত কাইসরকে বধ করিল. কিন্তু রোমাণ লোকেরা সে সময়ে অতিদুষ্টতাতে মগ্ন ছিল, এইহেতুক ঐ দুই তিন শিষ্ট লোকেরদের উদ্যোগে অনুকূল না হইয়া অনবধানতাপ্রযুক্ত কাইসরের ভ্রাতৃপুত্রের অধীন হইল, সে অনেক কালপর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিল পরে অন্যেতে সমর্পণ করিয়া আপনি মরিল. তাহারপরে চারি শত বৎসরপর্য্যন্ত ভিন্নং জন সেই স্থানাভিষিক্ত হইয়া রাজ্যভোগ করিল. শেষে ইউরোপীয় অসভ্য লোক স্রোতের মত আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাহার নানা প্রদেশ আপনারদের মধ্যে ভাগ করিয়া রোমাণের মহারাজ্য লুপ্ত করিল।

এই মত খ্রিষ্টের জন্মপর্য্যন্ত, পৃথিবীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সাঙ্গ হইল. সে সময়ে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান পরাক্রম রোমাণেরদের ছিল, এবং তাহারদিগেরহইতে সকল জাতির এমত ভয় ছিল, যে যদি কোন লোক দূর দেশে কিম্বা অসভ্য জাতির মধ্যে কহিত, যে আমি রোমাণ, তখন সে লোক নির্ভয়ে থাকিত।

Of the Elephant.

THE elephant is the most noble of all beasts, and in intelligence is inferior only to man. As the monkey performs every office with his hands, the elephant assists himself with his trunk. With it, he can take up the most minute, as well as the largest things, and carry them to his mouth. Like the dog, he seems greatly attached to man. With kindness and attention he may be brought into complete subjection, but not by violence. The Elephant will defend its lord from danger with the greatest assiduity and skill; in time of war it will carry upon its back little wooden towers filled with armed men. It is capable of moving machines which would require the strength of many horses; its natural force is amazing; it is devoid of fear, prudent, and steady, and even in a gust of passion will submit itself quietly to the word of command. It is never forgetful of its attachments, and never commits any injury except when abused, but keeps in remembrance acts both of kindness and unkindness. It does not eat flesh, but lives upon the productions of the earth; it is not therefore an enemy to any other animal, and will conduct itself kindly towards them all, with the exception of the tyger.

When in a wild state, it is not fierce. It never tra-

হস্তীর বিবরণ।

পশুর মধ্যে হস্তী সকলহইতে মান্য, বুদ্ধি বিষয়ে কেবল মনুষ্য হইতে ন্যূন. বানরের যেমত সকল কর্ম্ম হস্তদ্বারা হয়, সেমত হস্তীর শুণ্ডদ্বারা সকল কর্ম্ম হয়. শুণ্ডদ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, এবং মুখেও দিতে পারে, কুকুরের ন্যায় মনুষ্যের সহিত প্রীতি করে, যত্ন করিলে মনুষ্যের অধীন হয়, কিন্তু বলের দ্বারা নয়; ও জ্ঞানপূর্ব্বক প্রাণপণে বিপদহইতে আপন প্রভুকে রক্ষা করে; যুদ্ধ সময়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর শস্ত্রধারী মানুষ সুদ্ধ আপন পৃষ্ঠেতে বহন করে; অনেক ঘোড়াতে যে কল চালাইতে পারে তাহা এক হস্তী চালায়; তাহার বল অতিশয়, ও সে নির্ভয় ও দূরদর্শী ও গভীর ও অতিক্রোধ সময়েও আজ্ঞা পাইলে নম্র হয়. এবং মিত্র বিস্মৃত হয় না, আত্মহিংসকভিন্ন অন্যকে হিংসা করে না; উপকার ও অপকার বিস্মৃত হয় না. হস্তী মাংসাশী নহে, বৃক্ষাদি ভোজন করে এইহেতুক অন্য পশুর শত্রু নহে, কিন্তু ব্যাঘ্রভিন্ন সকল পশু প্রেম করে।

হস্তী বনে থাকিলেও রাগী নহে. কখন একাকী চলে না, সর্ব্বদা

vels alone, but always in company with others of its own species. The eldest walks first, another brings up the rear, to preserve the flock from danger; while the young and the weak proceed in the middle of the flock. The female elephant carries her young upon her own back. Its sense of smelling is more lively than its other faculties, and is more powerful than that of other animals. By this sense it traces the track of man with great ease. Its food consists of roots and leaves, little plants and tender branches; it sometimes lives upon fruit and culinary herbs. When one elephant has discovered a large quantity of food, it invites others, and they enjoy it together. Through the amazing quantity of food they require, they are seldom able to remain long in one place. When they arrive upon any cultivated field, they completely destroy it, not so much by what they consume in food, as by the great quantity they destroy by the heavy pressure of their feet. When therefore they approach a field, the husbandmen kindle a fire and unite in raising a great outcry, which generally drives them away.

When the elephant becomes subject to man, it refuses all intercourse with the female; all tame elephants were therefore once wild. The mode of decoying them is this; a large enclosure is prepared near the resort of the elephants, to which a door is fixed; a tame female elephant is then led into the woods, at the sound of whose voice the wild elephant follows

অনেকে একত্র চলে, এবং যে প্রাচীন সে অগ্রে চলে, অন্য এক প্রাচীন পালের রক্ষার্থে পালের পশ্চাৎ থাকে, যুবা ও দুর্ব্বল হস্তী পালের মধ্যে চলে. হস্তিনীরা আপন ক্ষুদ্র বাচ্চাকে পৃষ্ঠে করিয়া চলে. তাহারদের নাসিকা সকল ইন্দ্রিয়হইতে প্রধান, অন্য পশুর নাসিকাহইতে হস্তীর নাসিকা প্রবল; যে পথে মনুষ্য গমন করে তাহা গন্ধদ্বারা জানিতে পায়. তাহার ভক্ষ্য বৃক্ষের মূল ও পত্র ও ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও ক্ষুদ্র শাখা; কখন২ ফল ধান্যাদি শস্যভক্ষণ করে. এক হস্তী অনেক খাদ্য বস্তু পাইলে, অন্য হস্তীকে ডাকিয়া আনিয়া একত্র ভক্ষণ করে. তাহারদিগের অধিক আহারপ্রযুক্ত, অনেক কাল এক স্থানে থাকিতে পারে না; তাহারা কৃষকের শস্যা দিতে আইলে, সে শস্য ধ্বংস করে, আহারে সকল নষ্ট হয় না কিন্তু পদ নিক্ষেপণে অধিক নষ্ট হয়, এ কারণ কৃষকেরা হস্তী আইলে মহাঅগ্নি জ্বালিয়া অনেক লোক একত্র হইয়া কোলাহল করিয়া তাড়াইয়া দূর করে।

যখন হস্তী মনুষ্যের অধীন হয়, তখন হস্তিনী সঙ্গ করে না একারণ যত পোষ্য হস্তী সকল পূর্ব্বে বন্য ছিল. হস্তী ধারণের উপায় এই; হস্তীর স্থানের নিকটে একটা বেড় প্রস্তুত করিয়া একটা দ্বার রাখে, পরে একটা পোষা হস্তিনীকে বনমধ্যে লইয়া যায়, হস্তিনীর রব শুনিলে বন্য হস্তী নিকটে আইসে; হস্তিনী ক্রমে২ বেড়ের

her. The female gradually moves towards the inclosure; and draws after her into it the wild animal; the door is then closed, and the animal is bound with strong ropes and kept without food, which greatly weakens its strength. Several other tame elephants are then admitted, by intercourse with whom, it gradually acquires tameness and finally suffers itself to be carried about like the rest. The elephant is greatly attached to its driver; it caresses him and is continually seeking to obtain his good-will. After it has been some time with the driver, it understands his signs, and will perform any thing he may require. To enable people to mount, it willingly bends its knees; at the word of command, it will salute any one with its trunk: it is greatly pleased with splendid trappings.

Though its body is so unwieldy, it can move with great rapidity, and almost keep pace with a horse, though it cannot run with the same speed as a swift horse. When it is nourished with care, it will live many years; some have been known to live a hundred and fifty. It is greatly pleased with the sound of music and will beat time to musical instruments. It is likewise gratified with odoriferous flowers, and will even take them up in his trunk and smell them. Though it is the most intelligent of all animals, its brains are said to be of all others, the smallest.

মধ্যে যায়, হস্তীও তাহার পশ্চাৎ বেড়ের মধ্যে যায়; তখন লোকেরা দ্বার রুদ্ধ করে, এবং বৃহৎ রজ্জুদ্বারা হস্তীকে বদ্ধ করে, ও আহার বারণ করে, অনাহারে হস্তী দুর্ব্বল হয়, ও দুই তিন পোষা হস্তী নিকটে আনিয়া রাখে, তাহারদিগের সহিত প্রীতি হইয়া পোষমান হয়, তখন যেই স্থানে ইচ্ছা সেইখানে লইয়া যায়. হস্তী মাহুতের সহিত প্রীতি রাখে, এবং খোশামোদ করে, মাহুতকে তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা পায়. কিছু কাল পরে মাহুতের ইশারাদ্বারা সকল কর্ম্ম করে, এবং যাহারা তাহার পৃষ্ঠে উঠে, তাহারদিগের উঠিবার কারণ হাঁটু গাড়িয়া উঠাইয়া লয়; সেলাম করিতে আজ্ঞা পাইলে শুণ্ডদ্বারা সেলাম করে, উত্তম বস্ত্রাদি গাত্রে দিলে তুষ্ট হয়।

তাহারদিগের স্থূল শরীর হইলেও অতিবেগে চলে, এবং ছোট ঘোড়ার সমান দৌড়ে, কিন্তু অতিবড় ঘোড়ার সঙ্গে চলিতে পারে না, যত্নে রাখিলে অনেক কাল বাঁচিয়া থাকে, কোন হস্তী দেড় শত বৎসর বাঁচে. বাদ্যশ্রবণে তুষ্ট থাকে, তালে পাদনিংক্ষেপ করে, শুণ্ড দ্বারা সুগন্ধি পুষ্প ঘ্রাণ লয়, এবং সকল পশুহইতে হাতী মেধাবী হইয়াও মস্তকের মজ্জা সকলহইতে অল্প।

A Fable.

AN old man and his son were driving a beast to market for sale. One meeting him on the road, said, 'What a fool art thou to walk on foot with thy son, that the beast may go unburdened?' On hearing this, the old man set his son on the animal, and proceeded on his journey. Another passenger meeting him, exclaimed, 'Is it for you young man, to be riding while your old father walks on foot?' The father on this rebuke, took down his boy and mounted the beast himself. 'Do you see,' said a third passenger, 'how this lazy old man rides along upon his beast, while the poor little boy is almost crippled with walking?' The old man, hearing this, took up his son behind him. 'Pray,' said a fourth passenger, 'is that animal your own?' Yes, said the old man. 'One would not have thought so, replied the other, from your loading him so unmercifully;' hearing this he alighted, and binding together the legs of the beast, he and his son assisted in carrying him. In this manner they proceeded to some distance, when in crossing a bridge the multitude giving a great shout at the strangeness of the thing; the old man confounded threw it into the river, regretting that in endeavouring to please every body, he had pleased no one, and had lost his beast into the bargain.

এক জন বৃদ্ধ ও তাহার পুত্র এক পশু বিক্রয় করিবার কারণ হাটে লইয়া যাইতেছিল. পথে এক জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সে কহিল, যে তোমরা অতিনির্ব্বোধ, আপনারা পদব্রজে চলিয়া দুঃখ পাইতেছ পশু অমনি যাইতেছে, ইহা শুনিয়া ঐ বৃদ্ধ আপন পুত্রকে পশুর উপরে আরোহণ করাইয়া আপনি পদব্রজে যাইতে লাগিল. কিঞ্চিৎ দূরে গেলে আর এক ব্যক্তি ঐ বালককে কহিল, যে তুমি আপনি পশুর উপরে চড়িয়া যাইতেছ তোমার পিতা বৃদ্ধ পদব্রজে যাইতেছেন. তাহার পিতা এই কথাতে লজ্জিত হইয়া আপন বালককে নামাইয়া আপনি চড়িল. কিঞ্চিৎ দূরে গেলে তৃতীয় পথিক কহিল যে দেখ এ কি প্রকার অলস ব্যক্তি, আপনি পশুর উপরে সুখে যাইতেছে শিশু বালক পথে চলিতেং তাহার পায়ে পীড়া হইতেছে. ইহা শুনিয়া ঐ বৃদ্ধ আপন পুত্রকে আপন পশ্চাত্তে চড়াইল. ইহা দেখিয়া আর এক জন বলিল যে হে মিত্র এ পশু কি তোমার? বৃদ্ধ উত্তর করিল হাঁ আমার. সে ব্যক্তি কহিল যে ইহার উপরে যে প্রকার ভার দিতেছ ইহাতে বোধ হয় না যে তোমার. ইহা শুনিয়া দুই জনেই পশুহইতে নামিল, ও ঐ পশুর. চারি পা বান্ধিয়া আপনারা ঘাড়ে করিয়া বহিতে লাগিল. কতক দূরে গেলে এক সাঁকোর উপরে যাইতে তাহার দিগকে দেখিয়া সকল লোক মহাহাস্যদ্বারা শব্দ করিতে লাগিল. তাহাতে বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া ঐ পশুকে জলে ফেলিয়া দিল, এবং ঘরে যাইতেং খেদ করিতে লাগিল, যে হায় সকল লোককে তুষ্ট করিতে উদ্যোগ করিলাম কোন ব্যক্তিও তুষ্ট হইল না এবং পশুও গেল ।

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. IV.

July, 1818.

No. IV.

Continuation of the History of the World from the birth of Christ.

IN our last number we brought the History of the World down to the birth of Christ. The greater part of the then known world, was at that time, subject to the Romans. With the exception of the Parthians in the country of Persia, and the barbarous nations in the north of Europe, the whole range of country from the Indus to the Atlantic was under their sway. Before the birth of Christ, Rome was in the enjoyment of liberty; but about that period, one of its citizens having raised himself by his victories to the supreme power, subjected his country to his own will. Rome continued subject successively to the dominion of one sovereign for four hundred years after the birth of Christ. These various sovereigns were not always of the same family. The empire was extensive, and the inhabitants of its various provinces devoted to indolent repose, and to the gratification of their passions; hence there was no anxiety to acquire renown by enterprize and courage. The government was also weak, hence the meanest subject frequently elevated himself

চতুর্থ ভাগ।

খ্রীষ্টের জন্মের পর পৃথিবীর বিবরণ।

পূর্ব্ব লিখিত দিগ্দর্শনে পৃথিবীর বর্ণনা খ্রীষ্টের জন্মপর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল, সে সময়ে প্রকাশিত দেশের প্রায় সকল ভাগে রোমাণেরদের অধিকার ছিল. পারস দেশে পারথি নামে রাজ্য, এবং ইউরোপের উত্তর ভাগে নানা অসভ্য জাতিভিন্ন, সিন্ধু নদীঅবধি আত্তলান্তিক সাগরপর্য্যন্ত তাবৎ দেশে প্রায় রোমাণেরদের অধিকার ছিল. খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে রোমাণেরা স্বাধীন ছিল, কিন্তু সে সময়ে তাহারদের মধ্যে এক জন আপনি সর্ব্বজয়দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু হইল, ও স্বদেশীয় সকলকে আপন অধীন করিল. এই মত রোমাণেরদের সকল রাজ্য খ্রীষ্টের জন্মের পর তিন শত বৎসর নিত্য এক রাজাধিকৃত ছিল, কিন্তু সে রাজারা সর্ব্বদা এক বংশীয় ছিল না. রোমাণেরদের রাজ্য বড়, এবং তত্রত্য লোকেরা কেবল আলস্য ও ইন্দ্রিয়সেবাতে থাকিত, তাহারদের সাহস ও কীর্ত্তিদ্বারা সম্ভ্রমের চেষ্টা ছিল না. এবং রাজশাসনও দুর্ব্বল, এইহেতুক অতিক্ষুদ্র লোকও কুচিৎ কোন যোগে সিংহাসনে বসিয়া কিছু কাল রাজ্য

to the throne by some singular combination of circumstances, and enjoyed it perhaps for a short time. He was in his turn expelled by some other, who enjoyed only an ephemeral title. The generals who commanded the armies, encouraged by the weakness of the government, often possessed themselves of the empire; two or three generals sometimes made war upon each other, and the empire became the prize of the victor. At one time, the soldiers put the empire up to sale, and an insignificant but wealthy citizen purchased it at the expense of all his wealth, but was expelled from the throne within three months. During these four hundred years, only one-fourth of the various kings who swayed the sceptre of the Roman empire, died in the common course of nature. Some of them were men of high virtue, while others were monsters of iniquity and injustice; who, sunk in the filth of impunity and intemperance, commanded their subjects to pay them divine honors, and to offer sacrifices to them. One of the Emperors being tired of the task of destroying his subjects, wished that all the citizen of Rome had but one neck that he might destroy them at one blow. To enumerate their various acts of tyranny and oppression would be an endless task.

The various barbarous tribes in the North of Europe who maintained perpetual war with the Romans, encouraged by the superior fertility of the Ro-

করিত, পরে অন্য এক জন তাহাকে দূর করিয়া সিংহাসনে বসিয়া কিছু কালক্ষেপণ করিত. কখনও সেনাপতিরা রাজাকে দুর্ব্বল দেখিয়া আপনারা সিংহাসনে বসিত, ও কোনং সময়ে দুই চারি সেনাপতি যুদ্ধ করিয়া যে প্রবল হইত সেই তৎপদপ্রাপ্ত হইত. একবার সেনারা নিলামে রাজ্যবিক্রয় করিল, ও এক জন ধনবান ক্ষুদ্র লোক নিলামে আপন সর্ব্বস্ব মূল্যে রাজ্যক্রয় করিয়া সিংহাসনে তিন মাস বসিয়া, পরে তাহাকে নষ্ট করিয়া অন্য এক জনকে তাহারা বসাইল. ঐ তিন শত বৎসরের মধ্যে যত রাজা হইল ও মরিল তাহার মধ্যে কেবল চতুর্থাংশ রাজা রোগমাত্রেতে মরিল. এই রাজারদের মধ্যে কেহং শিষ্ট ছিল, কেহং অতিদুষ্ট ও দুরাত্মা; তাহারা পারদারিককর্ম্ম ও মদ্যপানপভৃতিতে মত্ত হইয়াও, লোকেরদের প্রতি আজ্ঞা করিত যে আমাকে দেবজাতের মত সেবা কর, এবং আমার সম্মুখে বলিদানাদি কর. এই রাজারদের মধ্যে এক জন এমত প্রধান দুষ্ট ছিল, যে সে মনুষ্য কাটিতেং আলস্যযুক্ত হইয়া কহিয়াছিল, হে ঈশ্বর যদি সকল লোকের এক গলা করিতেন তবে এক কোপে সকল সংহার করিতাম. এ সকল দুষ্ট লোকের সকল দুষ্কর্ম্ম লিখনে পার নাই।

ইউরোপের উত্তরে যেং অসভ্য জাতি ছিল তাহারা সর্ব্বদা রোমাণেরদের সহিত যুদ্ধ করিত, এবং তাহারা আপন রাজ্যহইতে

man provinces, while disgusted with the sterility of their own territories, at length conquered the Empire, and settled in its various provinces.

Of the Deeds of Constantine.

THREE hundred and twenty-four years after the death of Christ, Constantine ascended the throne of the Roman empire. In his reign two important events occurred.

First. Constantine being firmly fixed on the throne, established Christianity by law. At the birth of Christ the whole Roman empire, with the exception of Judea, worshipped idols. After the death of Christ, his disciples travelled into every country, proclaiming the glad news of salvation by his death. In the course of a hundred years, many had embraced Christianity, and the number of Christians continued constantly to increase. But the Roman emperors being idolators, persecuted the Christians; who before the reign of Constantine, had suffered ten great persecutions; they were plundered of their goods, and punished with every species of torture which the human imagination could invent; yet they increased in proportion as they were persecuted. Constantine who professed Christianity, having ascended the throne, made that the religion of the state. When the public authority of the emperors which had con-

রোমাণেরদের রাজ্য উর্ব্বর দেখিয়া রোমাণেরদের রাজ্য ভুক্ত করিয়া, তাহারদের কতক২ প্রদেশ লইয়া, ক্রমে২ বসতি করিল।

কন্স্তান্তীন রাজার কীর্ত্তি।

খ্রীষ্টের পর তিন শত চব্বিশ বৎসর, অন্তরে কন্স্তান্তীন নামে রাজা রোমাণের সিংহাসনে বসিল, তাহার অধিকার সময়ে অতি বড় দুই কর্ম্ম হইল।

প্রথমতো; রোমাণেরদের মধ্যে কন্স্তান্তীন রাজা হইয়া ব্যবস্থা দ্বারা খ্রীষ্টের মত স্থাপন করিল. খ্রীষ্টের জন্মসময়ে যিহুদী লোক ভিন্ন রোমাণেরদের সকল দেশের সকল লোক দেবপূজা করিত. খ্রীষ্টের মরণের পর তাহার শিষ্যেরা মঙ্গল সমাচার প্রকাশ করিতে২ রোমাণের সকল দেশে ভ্রমণ করিল. এক শত বৎসরের মধ্যে সে রাজ্যের অনেক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইল, এবং খ্রীষ্টিয়ানেরদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল. কিন্তু রোমাণেরদের রাজারা দেবপূজক হইয়া খ্রীষ্টিয়ানেরদের প্রতি নানা দৌরাত্ম্য করিত. কন্স্তান্তীনের পূর্ব্বে রোমাণের রাজারা খ্রীষ্টিয়ানেরদিগকে অতিশয় দুঃখ দিতে দশবার আজ্ঞা করিল, এবং তাহারদিগের সম্পত্তি সকল লুটিল ও মনুষ্যের প্রতি যন্ত্রণা দিতে যেপর্য্যন্ত লোকের জ্ঞানগোচর হয় তাবৎপর্য্যন্ত যন্ত্রণা দিল, তথাপি খ্রীষ্টিয়ান লোক যে অনুসারে কষ্ট পাইল সেই অনুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল. কনস্তান্তীন খ্রীষ্টিয়ান মত গ্রহণ করিল, এবং রাজা হইয়া রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানের মত স্থাপন করিল. পূর্ব্ব রাজারদিগের আজ্ঞাশাসন ও উপকারদ্বারা যে

tributed to support idolatry was withdrawn from it, idolatry gradually died away, and within a hundred years became entirely extinct. It is a remarkable fact, that while the emperors commanded that any one who acknowledged himself a Christian, should be put to death, Christianity continued to flourish; but when the public sanction and authority were withdrawn from idolatry, it disappeared within a hundred years.

The *second* important event which occurred during the reign of Constantine was the foundation of a new capital. Formerly Rome was the capital of the whole empire, but Constantine having built a new city, and called it Constantinople, after his own name, made it the capital of the empire. Rome had then stood a thousand and ninety-two years. Constantinople was built in Greece, and the erection of it contributed greatly to diminish the glory of Rome. Within thirty years after that event, the empire was divided into two parts, and Constantinople and Rome became the capitals of two separate empires.

Of the Eastern Empire.

THESE two divisions were called the Eastern, and the Western Empire, of which the last comprized the greater part of Europe. We will now relate in a few words the events which transpired in the eastern empire.

দেবপূজা স্থির ছিল, যখন সে শাসন ও সে উপকার লুপ্ত হইল, তখন দেবপূজকেরদের মত ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং এক শত বৎসরের মধ্যে সমুদায় লুপ্ত হইল. এই আশ্চর্য্যবোধ হয় যে যখন রাজারদিগের আজ্ঞা ছিল, যে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে খ্রীষ্টিয়ান স্বীকার করে তবে তাহাকে বধ করা যাইবেক, এ আজ্ঞা থাকিতেও খ্রীষ্টিয়ানের বৃদ্ধি হইল; কিন্তু যখন দেবপূজার বিষয়ে রাজকীয় উপকার উত্যক্ত হইল, তখন এক শত বৎসরের মধ্যে তাহা এককালে লুপ্ত হইল।

কন্স্তান্তীনের অধিকারে যে দ্বিতীয় বড় কর্ম্ম সে নূতন রাজধানী গাঁথন. পূর্ব্বকালে রোমাণেরদের রাজধানী রুম নগর ছিল, পরে তিনি আপন নামানুসারে কন্স্তান্তীনোপল নগর পত্তন করিয়া রাজধানী করিলেন. সে সময়ে রুম নগর এক হাজার বিরানব্বই বৎসরের প্রাচীন ছিল. তিনি সেই কন্স্তান্তীনোপল নগর গ্রীক দেশে পত্তন করিলে রুম নগরের ঐশ্বর্য্য হ্রাস হইল, কেননা ত্রিশ বৎসরের পরে পূর্ব্ব পশ্চিম দুই খণ্ড হইয়া দুই রাজ্যে দুই রাজধানী হইল।

রুম রাজ্যের পূর্ব্ব খণ্ডের বিবরণ।

এই দুই ভাগের নাম পূর্ব্ব রাজ্য ও পশ্চিম রাজ্য ছিল, ইউরোপের প্রায় সকল ভাগ পশ্চিম খণ্ডে রহিল. এখন পূর্ব্বভাগের বিবরণ, অর্থাৎ কন্স্তান্তীনোপলের বিবরণ লিখি. খ্রীষ্টের মরণের চারি শত

Four hundred years after the birth of Christ, the two empires were so completely separated, as from that time to have no mutual relation with each other. The Emperors who sat upon the throne at Constantinople did not attain their dignity by hereditary succession. Men of ignoble birth often obtained the sovereignty, and transmitted it to their descendants for three or four generations. The empire continued for more than a thousand years, down to the year fourteen hundred and sixty-four, gradually becoming weaker and weaker. Its sovereigns were in general ignorant and wicked, and their minds were in the highest degree weak. They manifested no desire to increase either the extent or the happiness of their empire, but were involved in perpetual disputes. Their highest aim was to preserve their dominions from the encroachments of their neighbours while they oppressed their own subjects; in which they partly succeeded till the year above mentioned.

The Turks, who were Moos*ul*mans, issued from a part of Tartary, and poured down on the rich provinces of the south. Before their final conquest of it, they made frequent inroads into the empire. In the year fourteen hundred and sixty-four, they took Constantinople, and having conquered all the countries subject to the Greek empire, established a mighty kingdom on its ruins which remains to this day. It is now exceedingly weak, however, and is gradually decaying.

বৎসরপরে এমত দুই ভাগ পৃথক হইল, যে পরস্পর কিছু সম্পর্ক রহিল না. পূর্ব্ব খণ্ডে অর্থাৎ, কন্‌স্তান্তীনোপলে, যেং রাজারা হইল তাহারা পুরুষানুক্রমে সিংহাসনে বসিল না; কখনং অতিক্ষুদ্র লোক রাজা হইয়া তিন চারি পুরুষ রাজ্য করিল. এই রাজ্য সন চৌদ্দ শত চৌষট্টি বৎসরপর্য্যন্ত রহিল, অর্থাৎ সহস্র বৎসরের অধিক, এবং কাল গমনক্রমে দুর্ব্বল হইল, যেং ব্যক্তিরা রাজা হইল তাহারদের মধ্যে প্রায় সকল অজ্ঞান ও দুরাত্মা ছিল, এবং তাহারদের মন দুর্ব্বল. তাহারদিগের রাজ্য বৃদ্ধির কিম্বা প্রজাসুখের চেষ্টা কিছুই ছিল না; কিন্তু পরস্পর সর্ব্বদা বিরোধ ছিল. এবং চতুর্দিক্‌স্থ রাজা হইতে আপন রাজ্য রক্ষার চেষ্টামাত্র ছিল, তাহারা প্রজাগণের হিংসা করিতে নিবৃত্ত ছিল না. তাহারদের রাজ্য ঐ সনপর্য্যন্ত অখণ্ড থাকিল।

তাতার দেশের এক প্রদেশস্থ তুরুক লোক তাহারা মুসলমান ছিল, তাহারা উর্ব্বর দক্ষিন দেশের উপরে স্রোতের ন্যায় আইল. তাহারা রাজ্যলোপের পূর্ব্বে ঐ রাজ্যের সহিত নিত্য যুদ্ধ করিল, পরে চৌদ্দ শত চৌষট্টি সনে তাহারা কন্‌স্তান্তীনোপল নগর অধিকার করিল, এবং তাহার অধীন যত দেশ ছিল সে সকল আপন অধীন করিয়া এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল. সেই রাজ্য অদ্যাপি আছে, কিন্তু রাজশাসন অতিশয় দুর্ব্বল, এবং ক্রমেং ক্ষয় পাইতেছে.

It is the only *Moosulman* government in Europe; there are many who profess Christianity in the empire, but the *Moosulman* faith is established by law.

Of the Rise of the Moosulman Power.

HAVING concluded the account of the eastern empire, we shall give a short account of Mahomed and of the empires which his followers established, before we proceed to the western empire. Mahomed was born five hundred and sixty-nine years after the birth of Christ, on the eastern bank of the Red-sea, in the city of Mecca. That city is situated in the country of Arabia, sixteen hundred and fifty kross west of Calcutta. Mahomed was not of royal lineage; he inherited from his father only five camels and one female slave. When he had attained the age of forty, he gave himself out as a prophet, and began to teach the people in the city of Mecca. He likewise gradually composed the Koran and told the multitude that he had received it from heaven. In proportion as his disciples increased, his fellow-countrymen persecuted him, which contributed not a little to augment the number of his followers. In this manner he continued to instruct the people in the religion he had formed for thirteen years, at the end of which period, his enemies determined to destroy him, which when his friends learned, they conveyed him secretly to the city of Medina. Mahomed fled to this city six hundred and twenty-two

ইউরোপের মধ্যে সেইমাত্র মুসলমানেরদের রাজ্য, সে রাজ্যের মধ্যে অনেক খ্রিষ্টিয়ান আছে, কিন্তু ব্যবস্থাদ্বারা মুসলমানের মত স্থাপিত আছে।

মুসলমানেরদের পরাক্রমের উদ্রেক।

এইপর্য্যন্ত পূর্ব্ব খণ্ডের বিবরণ সমাপ্ত হইল, পশ্চিম খণ্ডের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে মহমুদ ও তাহার সম্মত মুসলমানের রাজ্যের বিবরণ কহা যাইতেছে. খ্রীষ্টের পর পাঁচ শত উনসত্তরি বৎসর, সুফ্ সমুদ্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে মক্কা নামে এক নগরে মহমুদ জন্ম লইলেন. সে নগর আরব দেশে, কলিকাতার নিশ্চয় পশ্চিম এক হাজার ছয় শত পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর. মহমুদ রাজবংশীয় ছিলেন না, তিনি পৈতৃক ধনের মধ্যে পাঁচ উট ও এক দাসীমাত্র পাইলেন. তিনি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক হইলে আপনাকে পেগাম্বররূপে প্রকাশ করিলেন, এবং মক্কাতে লোকেরদিগকে শিখাইতে আরম্ভ করিলেন. তৎকালে তিনি কোরাণ সৃষ্টি করিলেন, এবং লোককে কহিলেন যে স্বর্গহইতে তাহা পাইয়াছি তাহার শিষ্যবৃদ্ধি হইতে লাগিলে স্বদেশস্থ লোকেরা তাহার উপরে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারদের আরও বৃদ্ধি হইল. এই রূপে আপন মত তের বৎসরপর্য্যন্ত মক্কাতে প্রকাশ করিলে পরে তাহার বিপক্ষেরা তাহার বধ করণের চেষ্টা করিল. তাহার স্বপক্ষেরা ইহা জানিয়া গোপনে তাহাকে মদীনা নগরে পাঠাইল. খ্রীষ্টের পর ছয় শত বাইশ বৎসর মহমুদ সেই নগরে পলায়ন করিলেন,

years after Christ, and his flight is called the Hegira, from which event the Moosulmans date their æra.

Having arrived in the city of Medina, he entered into friendly relations with its inhabitants, and commenced a war against his enemies, declaring that God had commanded him to establish his religion by the sword. After this he engaged in war with certain of the Arabians and with the Jews, and eventually with the emperor of Constantinople, from whom he endeavoured to wrest the province of Syria, but was unable to do it. At that time he was exceedingly powerful, and his army which was numerous, while they obeyed him as a General, worshipped him as a Prophet sent from heaven, and were inflamed with zeal to propagate the new religion which they had embraced. Before his death his followers had increased to so great a number, that he conducted a hundred and fourteen thousand pilgrims to the city of Mecca as to a place of high sanctity. He died in the presence of his friends, in the city of Medina, in the year six hundred and thirty-two of the Christian æra, at the age of sixty-three. The religion which he established is called Mahomedanism; it did not exist before his time.

After his death three of his disciples were successively raised to the sovereign power, and reigned in the city of Mecca; their names were Abubeker, Omar,

সেই পলায়নের নাম হিজরা, সে অবধি মুসলমানেরা সন গণনার আরম্ভ করে।

মদীনাতে পঁহুছিলে তদ্দেশের লোকেরদের সঙ্গে প্রীতি করিয়া, আপন শত্রুরদের সহিত যুদ্ধ করিলেন, ও প্রকাশ করিলেন যে তলোয়ারের দ্বারা আপন মত স্থাপন করিতে ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন. পরে আরব লোকেরদের সহিত ও য়িহুদী লোকেরদের সহিত এবং কন্‌স্তান্তীনোপলের বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং সম নামে সেই রাজ্যের প্রদেশকে অধিকার করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না. তথাপি সে সময়ে তিনি অতিপরাক্রমী ছিলেন, ও তাহার সেনাও অনেক ছিল, সে সকল সেনা তাহাকে সেনাপতিজ্ঞানে ও ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত পেগাম্বর জ্ঞানে সেবা করিত, ও সর্ব্বত্র তাহার নুতন মত স্থাপন করিতে তাহারদের আত্যন্তিকী চেষ্টা ছিল. তাহার মরণের পুর্ব্বে তাহার শিষ্যের দিগের এমত বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে মক্কাতীর্থ দর্শনে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার লোককে মহমুদ লইয়া গিয়াছিলেন. তিনি খ্রীষ্টীয় সনের ছয় শত বত্রিশ সালে, ত্রিষষ্টিবর্ষবয়স্ক হইয়া আপন বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে মদীনাতে মরিলেন. তিনি যে মত প্রকাশ করিলেন তাহার নাম মুসলমানীয় মত. তাহার পুর্ব্বে সে মতের নামও ছিল না।

তাঁহার মরণের পর তাহার তিন শিষ্য ক্রমে সেই স্থানাভিষিক্ত হইয়া মক্কাতে রাজ্য করিল, তাহারদের নাম আবুবকর ও ওমার ও

and Othman. Othman was put to death, and Ali who had married Fatima the daughter of Mahomed succeeded him. At the death of the prophet, the *Moosul*mans had besought Ali to accept the supreme power, but he then refused it. After the death of Othman however they constrained him to ascend the throne. At that time, Moawia, a powerful general, made great efforts to obtain the supreme power, and having collected together eighty thousand Arabian soldiers, maintained a conflict with Ali during a hundred and fourteen days. Ninety battles were fought between the hostile armies, and on both sides seventy thousand *Moosul*mans perished. At length Ali was victorious, but one of the vanquished party having determined on his destruction, prepared a weapon steeped in poison, and while he was engaged in an act of devotion in the temple of Cufa, stabbed him to the heart. Ali was sixty-three years of age at the time of his death.

On his death the *Moosul*mans raised Hassun his son, to the throne; but the greater part of the *Moosul*man dominions was subject to the Moawians. Yezed the son of Moawia having entered into a conspiracy with the wife of Hassun, instigated her to give her husband poison, of which he died.

In the mean time, Moawia died and his son Yezed gave himself up to every species of iniquity. A hun-

অতমান॰ শেষে অতমান মারা পড়িলে সিংহাসনে আলী বসিল, সে আলী মহমুদের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করিয়াছিল, এবং যখন মহমুদ মরিলেন, তখন তাহাকে সিংহাসনে বসাইতে মুসলমানেরা চেষ্টা করিল, সে তাহা স্বীকার করিল না. অতমানের মরণের পর মুসলমানেরা আলীকে সিংহাসনে বসাইল. সে সময়ে মোআবীয়া নামে এক মহাসেনাপতি সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিল, এবং আশী হাজার আরবীয় সৈন্য একত্র করিয়া আলীর সহিত যুদ্ধ করিল. এক শত চৌদ্দ দিনের মধ্যে নব্বইবার যুদ্ধ হইল, এবং উভয় পক্ষে সত্তরি হাজার মুসলমান মরিল. শেষে আলী জয়ী হইল, কিন্তু পরাস্ত লোকেরদের মধ্যে এক ব্যক্তি আলীকে নষ্ট করিতে নিশ্চয় করিয়া আপন বাণ বিষেতে লিপ্ত করিল, ও কুফার মন্দিরে যখন আলী ঈশ্বরারাধনা করিতেছিল, তখন সেই বাণ আলীর শরীরে বিদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিল. আলী সেই সময়ে ত্রিষষ্টিবৎসরবয়স্ক ছিল ।

আলীর মরণের পর তাহার পুত্র হাসনকে মুসলমানেরা সিংহাসনে বসাইল; কিন্তু মুসলমানের অধিক রাজ্য মোআবীয়ার অধীন ছিল. মোআবীয়ার পুত্র যেজিদ হাসনের স্ত্রীর সহিত যোগ করিয়া তাহার স্বামী হাসনকে বিষপান করাইতে প্রবৃত্ত করাইল; সেই বিষপানে হাসনের মৃত্যু হইল ।

ইহার মধ্যে মোআবীয়া মরিল, ও তাহার পুত্র যেজিদ দুষ্টক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইল. এইপ্রযুক্ত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক

dred and forty thousand M*oosu*lmans united to place Hossain, the remaining son of Ali, upon the throne. But anticipating the probable weakness of his government, they forsook him and fled. Upon this one of Yezed's generals, Abdoolla, surrounded Hossain and commanded him to be brought prisoner before him. Hossain had only seventy soldiers with him, who seeing the misfortune that hung over them, determined to defend themselves to the last, and having dug a trench round their camp, prepared for a steady resistence. At this time Haro, one of Abdoolla's chiefs, went over to the party of Hossain with thirty soldiers. This small band not exceeding a hundred men, fought till it was entirely destroyed, with the exception of Hossain and his sister. He seated himself at the door of his tent, and while in the act of lifting a cup of water to his lips, was wounded with an arrow. The enemy immediately closed in upon him, but he drew his sword, and though single-handed, attacked them with such vigor, that no one was able to stand before him. At length his enemies made a united effort, and Hossain fell, covered with thirty-three wounds. His body was carried in triumph to Abdoolla, who smote it on the mouth. An old soldier who was standing by, said, how often have I seen the kisses of the holy prophet imprinted on those lips. From that period, there have always been two parties among the M*oosu*lmans; the one venerate Aboo-beker,

মিলিয়া আলীর অন্য পুত্র হোসেনকে সিংহাসনে বসাইল, কিন্তু তাহারা হোসেনের রাজত্বের ভাবি দুর্ব্বলত্বানুসন্ধান করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া পলাইল. ইত্যবসরে যেজিদের অবদুল্লা নামে এক সেনাপতি হোসেনকে ঘেরিয়া আপন সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা দিল. তখন হোসেনের সহিত সত্তরি জন যোদ্ধা ছিল, তাহারা আপনারদের আগামী বিপৎ নিশ্চয় জানিয়া প্রাণপণপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিল, এবং আপন ছাউনির চতুর্দ্দিকে একটা নরদামা কাটিয়া আপনারা যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইল. ইহার মধ্যে ঐ অবদুল্লার হারো নামে সেনাপতি ত্রিশ জন যোদ্ধা লইয়া হোসেনের সঙ্গে মিলিল; সেই এক শত জন তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতেং, হোসেন ও তাহার ভগিনীভিন্ন সকল মরিল. হোসেন আপন ছাউনির দ্বারেতে বসিয়া খাইবার জল মুখে উঠাইতেছিল, এই সময়ে তাহার মুখের মধ্যে এক বাণ পড়িল. তখনি তাহার প্রতিকূল যোদ্ধারা তাহার উপরে পড়িল, কিন্তু হোসেন আপন তরবাল বাহির করিয়া একাকী হইয়াও এমত তাহারদিগকে আক্রমণ করিল, যে তাহাতে কোন সিফাহী তাহার সম্মুখে স্থির হইতে পারিল না; পরে তাহারা সকলে একত্র হইয়া হোসেনের উপরে পড়িয়া তেত্রিশবার আঘাত করাতে সে মরিল. তাহার মৃত শরীর লোকেরা অবদুল্লার নিকটে লইয়া গেল, সে তাহার মুখে চপেট মারিল. সে সময়ে তন্নিকটে বর্ত্তমান এক বৃদ্ধ যোদ্ধা কহিল, যে আমি কতবার ঐ মুখে আমারদের মহম্মদকে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি. সেই অবধি মুসলমানের মধ্যে দুই দল আছে, তাহার এক দল

Omar, and Othman; while the other disregarding them, hold Ali and his two sons Hassun and Hossain in the highest veneration.

Within twenty-three years after the death of Mahomed the *Moosul*mans conquered Arabia, Persia, Syria, and Egypt, the inhabitants of which in general embraced the faith of the prophet. After the death of Ali, none of Mahomed's family ever sat upon the throne, but his descendants who are exceedingly numerous, are universally held in high repute. In Arabia they are called Sherifs; in Turkey, Emirs; in Persia, Africa, and India they are called Seyds.

After the death of Hossain the family of Moawia sat upon the *Moosul*man throne; and within one hundred years after the death of Mahomed, the *Moosul*mans conquered Spain, and several other countries in Europe. They also penetrated into France and possessed themselves of half the country, but received signal defeat from Charles Martel, who completely expelled them. Had not Charles defeated them, it is probable that they would have subdued the whole of Europe.

About this time the *Moosul*man dominions were divided into three parts; the first of which included Spain; the second Africa, together with Egypt; the capital of the third was Bagdad, it included Persia, Syria, &c. We will briefly relate the events which happened in each division.

আবুবক্কর ও ওমার ও অতমানকে মানে, ও অন্য দল তাহারদিগকে না মানিয়া আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসন ও হোসেনকে মানে।

মহমুদের মরণের পর তেইশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা আরব ও পারসী ও শ্যাম ও মিসর দেশ জয় করিয়াছিল. তদ্দেশের প্রায় সকল লোক মুসলমান হইল. আলীর মরণের পর মহমুদের সন্তানেরা আর সিংহাসনে বসিল না, কিন্তু তাহারা অনেক ও সকল স্থানে অতিশয় মান্যরূপে আছে. আরব দেশে তাহারদের নাম সিরিফ ও তুরক দেশে তাহারদের নাম ইমা এবং পারসী দেশে ও আফ্রিকাতে ও ভারতবর্ষে তাহারদের নাম সৈয়দ।

হোসেনের মরণের পর মোআবীয়ার বংশ সিংহাসনে বসিল, এবংএক শত বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা স্পানিয়া দেশ ও ইউরোপের অন্যং দেশ অধিকার করিল. তাহারা ফ্রান্স দেশে প্রবেশ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক জয় করিয়াছিল, কিন্তু চার্লস মার্তেল নামে এক ফ্রান্সীয় অধ্যক্ষ মুসলমানেরদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিল. এই মত যদি না হইত তবে অনুমান হয় ইউরোপের সকল দেশ তাহারা অধিকার করিত।

এইকালে মুসলমানের রাজ্য তিন ভাগ হইল; প্রথম স্পানিয়া; দ্বিতীয় আফ্রিকা ও মিসর দেশ; তৃতীয় পারসী দেশ প্রভৃতি ছিল, তাহার রাজধানী শহর বাগদাদ. এই রাজ্যের প্রত্যেকং বিবরণ আমরা সংক্ষেপে কহিব।

Of the Moosulman empire in Spain.

SEVEN hundred and fifty years after the birth of Christ the Moosulmans conquered Spain, and retained possession of it for seven hundred and forty-two years down to the year fourteen hundred and ninety-two of the Christian æra. The same year America was discovered, under the auspicies of the queen of Spain. One hundred years after they lost the sovereignty of Spain, the king having failed in his attempts to extirpate the Moosulman faith, expelled all who professed it from the country, and having provided them with ships, landed them with their wives and children on the shores of Africa. There they wandered like fugitives without shelter, and without friends, and fell a prey to the wild Arabs of the desert, who destroyed the greater part of them. In this manner was the Moosulman empire in Spain dissolved. While they possessed Spain, it enjoyed the highest degree of prosperity; learning and science then almost extinct in the rest of Europe, continued to flourish there in the highest perfection. The Spanish Moosulmans were famous for their knowledge of geography and astronomy. Every considerable village in the country possessed a seminary of learning; and there were therein eighty large and flourishing cities, and three hundred towns. The extensive commerce it enjoyed, tended greatly to enrich it; and the revenues of the country amounted to five crores of Rupees. The nature of the govern-

স্পানিয়াতে মুসলমানেরদের রাজ্যের বিবরণ।

খ্রীষ্টের জন্মের পর সাত শত পঞ্চাশ বৎসর মুসলমানেরা স্পানিয়া দেশ অধিকার করিল, এবং তাহারা চৌদ্দ শত বিরানব্বই সনপর্য্যন্ত, অর্থাৎ সাত শত বিয়াল্লিশ বৎসর সে দেশের প্রায় সকল ভাগ আপন অধিকারে রাখিল. ঐ সনে স্পানিয়ার রাণীর আনকুল্যে আমেরিকাদর্শন প্রথম হইল, তাহার এক শত বৎসর পরে সেখানকার রাজা মুসলমানেরদের আরাধনা ও ব্যবহার ছাড়াইতে না পারিয়া, স্ত্রী পুত্র সমেত তাহারদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিল, এবং জাহাজ প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে আফ্রিকা দেশে পাঠাইল. সেখানে তাহারদিগের ঘর বাড়ীপ্রভৃতি কোন আশ্রয় ছিল না, এবং তাহারা ভ্রমণ করিতে২ বন্য আরবেরদের হাতে তাহারদের অধিক ভাগ মারা গেল. এই রূপে স্পানিয়া দেশস্থ মুসলমানেরা রাজ্যভ্রষ্ট হইল. যাবৎ স্পানিয়া দেশ তাহারদের অধীন ছিল তাবৎ সে রাজ্য পরমসুখে ছিল; সেই সময়ে ইউরোপের অন্য দেশের লোকের জ্ঞান অস্তময় কেবল স্পানিয়ার লোকের জ্ঞান উদিত. ভূগোলীয় ও খগোলীয় বিদ্যা সে স্থানে অতিপ্রধানরূপে ছিল. প্রতি নগরে এক২ মহাপাঠশালা, ও দেশের মধ্যে আশী মহানগর ও তিন শত ছোট নগর ছিল. সেই দেশ আপন মহাবানিজ্যদ্বারা ভাগ্যবান ছিল, এবং তাহার রাজস্ব বৎসর২ পাঁচ কোটি টাকা. কিন্তু অন্য২ দেশীয় মুসলমানেরদের চলন মত স্পানিয়ার মুসলমানেরদের

ment differed widely from that of other Moos*u*lman governments. The various sovereigns in general sought the safety, happiness, and prosperity of their subjects, while in other countries their own advantage was the only wish of the rulers.

Of the Moosulman Government in Africa.

IT was chiefly the northern part of Africa which was subject to the Moos*u*lmans. Their dominions extended along the southern bank of the Mediterranean sea. The various governments of this region were perpetually at war with each other, and the revolutions which happened among them, would, if related, only weary the reader. Egypt was subdued by the Turks in the year fifteen hundred and seventeen, from which period it has continued under their sway. The other Moos*u*lman sovereigns are independent of each other, but the injustice and iniquity which prevail among them, have rendered them proverbial.

Of the Moosulman Sovereignty at Bagdad.

THE Moos*u*lmans exercised dominion over Bagdad with the surrounding countries for five hundred years after the death of Mahomed. In the year twelve hundred and fifty-eight, it was conquered by the grandson of Jenghis-khan: and in the year fifteen hundred and seventeen, it was subdued by the Turks, since which period it has been subject to various revolutions. It is now under the Persians.

রাজার চলন ছিল না. তাহারদের প্রজার রক্ষা ও প্রজার সুখ ও প্রজার উপকার চেষ্টা সর্ব্বদা ছিল, কিন্তু অন্যং দেশে রাজারদের কেবল আত্মসুখমাত্র চেষ্টা ছিল।

আফ্রিকাতে মুসলমানেরদের রাজ্যের বিবরণ।

আফ্রিকার কেবল উত্তর ভাগ মুসলমানের অধীন ছিল; সে ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে. সেখানকার সকল মুসলমানের নানা রাজারা পরস্পর সর্ব্বদা যুদ্ধ করিত, এবং সর্ব্বদা যে উপপ্লব হইত তাহা শুনিলে লোকেরদের বৈরক্ত্য জন্মে. তাহার এক প্রদেশ মিসর দেশ পোনর শত সতর সালে তুরুকেরদিগের অধীন হইল, তদবধি তাহারদিগের অধীন আছে. সেখানকার অন্যং রাজারা স্বাধীন, কিন্তু সেখানে অতিশয় দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত সে দৌরাত্ম্যের দৃষ্টান্ত স্থান হইয়াছে।

বাগদাদে মুসলমানের রাজ্যের বিবরণ।

বাগদাদে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশে মহম্মদের মরণের পর পাঁচ শত বৎসরপর্য্যন্ত মুসলমানেরদের রাজ্য থাকিল. সন বার শত আটান্ন সালে জঙ্গিসখাঁর পৌত্র সেই রাজ্য অধিকার করিল, পরে পোনর শত সতর সালে তুরুকেরা অধিকার করিল, তদবধি সেখানে অনেক উপপ্লব হইল, এবং সে দেশ এখন পারসীর রাজার অধীন।

Of the Moosulmans in Tartary.

THE religion of Mahomed was carried into Tartary a few years after his death. From that period to the present, the Moosulmans of Tartary have made five grand eruptions into the richer countries of the South, which we will briefly enumerate.

I. *Of the empire of Ghizni.*

In the year one thousand, the empire of Ghizni to the west of the Sindh, was established by Mahomed. He was the first who introduced Moosulmanism into Hindoost'han. Crossing the Indus, he twelve times ravaged the provinces of Hindoost'han, and sacked the cities of Kunnoje, Delhi, Lahore and Muthoora; he completely despoiled and destroyed the famous Hindoo temple of Som-nat'h in Goozrat. That temple was in those days the most famous in Hindoost'han; —two thousand priests attended in it, to perform the daily ceremonies. To it were likewise attached two thousand singers and courtezans. The building was supported within by pillars covered with leaf gold and so completely adorned with precious stones, that the single lamp which burned in the middle of the temple gave light to the whole building by the reflected lustre of these stones. In the midst of the temple stood the image of Som-nat'h, fifty cubits

ভাতার দেশে মুসলমানেরদের রাজ্যের বিবরণ ।

মহমুদের মরণের কএক বৎসর পরে ভাতার দেশে তাহার মত প্রবিষ্ট হইল. সেই অবধি অদ্যপর্য্যন্ত পাঁচবার মুসলমানেরা আসিয়া উর্দ্ধ্ব দক্ষিণ দেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে তাহার বিবরণ কহি ।

প্রথম । গজনেনের রাজ্যের বিবরণ ।

এক হাজার সনে গজনেনের রাজ্য মহমুদদ্বারা স্থাপিত হইল, সে সিন্ধু নদীর পশ্চিম. তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রথম মুসলমানের মত আনিলেন. তিনি দ্বাদশবার সিন্ধু নদী পার হইয়া হিন্দুস্থান লুট করিলেন, এবং কান্যকুব্জ ও দিল্লী ও লাহোর ও মথুরাপ্রভৃতি নগর নানারূপে ভ্রষ্ট করিলেন, ও গুজরাটে সোমনাথের মন্দির লুট করিয়া নষ্ট করিলেন. ঐ সোমনাথের মন্দির সে সময়ে হিন্দুলোকেরদের প্রধান পূজার স্থান ছিল, সে মন্দিরে দুই হাজার পুরোহিত সেবা করিত, এবং নর্ত্তকী ও অমাত্যগণ দুই হাজার ছিল. সে মন্দির স্তম্ভের উপরে গ্রথিত হইয়াছিল, সে সকল স্তম্ভ স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত এবং মণিমুক্তা প্রবালেতে খচিত. রাত্রিকালে মধ্যস্থানে কেবল এক প্রদীপমাত্র জ্বলিত, সে প্রদীপের আলোতে রত্নের তেজ সংলগ্ন হইলে সর্ব্বত্র আলো ব্যাপ্ত হইত. মন্দিরের মধ্যস্থানে সোমনাথের মূর্ত্তি ছিল, সে উচ্চ পঞ্চাশ হাত.

high. It was buried forty cubits in the earth, so that only ten cubits of it were visible. Water was daily brought for the service of the image from the Ganges, a distance of twelve hundred miles. The Hindoos fought long to preserve the temple from violence, and fifty thousand men perished in its defence. Seeing no resource left, the brahm*u*ns offered Mahomed eight crores of Rupees for the preservation of the idol. Mahomed said, that he had not come such a distance to engage in a traffic for idols, and ordered the image to be hewn in pieces, in the belly of which he found precious stones to a far greater amount than the brahm*u*ns have offered. The empire which he established, did not continue more than a hundred and fifty years.

II. *Of the Empire of Jenghis-khan.*

On the destruction of the empire of Ghizni, several of its provinces were formed into a new kingdom under Jenghis-khan. He issued from Tartary with an immense army and laid waste the provinces of the south. In the year twelve hundred and fifty, he conquered a part of China, and twelve years after, desolated the countries to the west of the Indus, Bokhara and Khorashan. The disasters which he inflicted on these countries were endless; death and destruction marked his footsteps. The number of his concubines exceeded five hundred. His suc-

তাহার চল্লিশ হস্ত মৃত্তিকার মধ্যে, উপরে দশ হস্তমাত্র দৃশ্য ছিল. ছয় শত ক্রোশ দূরহইতে গঙ্গাজল আনিয়া প্রতিদিন তাহার স্নান করাইত ; সে মন্দির রক্ষার কারণ তথাকার হিন্দুরা অনেককাল যুদ্ধ করিয়া সেই মন্দিরের সম্মুখে পঞ্চাশ সহস্র লোক মরিল. পরে নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া সোমনাথের মূর্ত্তিরক্ষার্থ ব্রাহ্মণেরা আট কোটি টাকা দিতে স্বীকার করিল. মহমূদ কহিলেন আমি প্রতিমা ক্রয় বিক্রয় করিবার কারণ এত দূর আইসি নাই ; পরে মূর্ত্তি ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং সে মূর্ত্তির উদরহইতে ততোধিক রত্ন নির্গত হইল. মহমূদ যে রাজ্য স্থাপন করিলেন সে রাজ্য দেড় শত বৎসর থাকিয়া ভগ্ন হইল।

দ্বিতীয়। জঙ্গিস খাঁর রাজ্যের বিবরণ।

গজনেনের রাজ্য ভঙ্গ সময়ে ঐ রাজ্যের কতক দেশ লইয়া এক নূতন রাজ্য হইল, তাহার অধ্যক্ষ জঙ্গিস খাঁ. সে উত্তর তাতার হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া দক্ষিণ লুটিবার কারণ যাত্রা করিল. বার শত পঞ্চাশ সনে চীন দেশের এক ভাগ অধিকার করিল, বার বৎসর পরে সিন্ধু নদীর পশ্চিমে বখারা দেশ ও খোরাশান দেশ লুট করিয়া লইল. এ সকল দেশের লোককে যত যন্ত্রণা দিল তাহার সংখ্যা নাই, তাহার সঙ্গেং মৃত্যু ও নাশ চলিত. তাহার পাঁচ শত স্ত্রী ছিল. তাহার উত্তরাধিকারিরা সকল চীন

cessors conquered China, Tonkin, Cochin-China, Pegu, Bengal, Tibet, and the various provinces of Hindoost'han. His son entered Europe and desolated Russia and Poland. At the termination of one battle, nine large sacks were sent to his capital filled with the right ears of the vanquished. The empire which Jenghis-khan founded, continued a hundred and fifty years, to the year thirteen hundred. Both these empires were transient in their duration.

III. *Of the Empire of Timur-beg.*

The countries which we have named, had scarcely recovered from the destructive ravages of these men, before they fell into the hands of Timur-beg, a still more remorseless tyrant. He was born in the year thirteen hundred and thirty-six; and was crowned in his capital Samarkhand in the year thirteen hundred and seventy. The other chiefs of Tartary having manifested great opposition to him, he entered into hostilities with, and completely destroyed them. His army was at length so numerous that it covered a plain exceeding thirteen miles in extent. With this immense army, he poured down upon the southern provinces. In the year thirteen hundred and eighty, he conquered Persia as far as the river Euphrates. About this time the Turks under the command of Bajazat, began to appear formidable; Bajazat and Timur-beg were then the two most powerful sovereigns on earth,

দেশ ও তঙ্কীন ও কচিঞ্চীন ও পেগু ও বাঙ্গালা ও তিব্বত ও হিন্দুস্থানপ্রভৃতি অধিকার করিল. তাহার পুত্র ইউরোপ দেশে গিয়া রুষ ও পোলণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ লুট করিল. এক যুদ্ধে লব্ধ সেনার দক্ষিণ কর্ণ ছেদন করিয়া নয় বোঝা আপন রাজধানীতে পাঠাইল. জঙ্গিস খাঁ যে রাজ্য স্থাপন করিল সে দেড় শত বৎসর থাকিল, অর্থাৎ তের শত সনপর্য্যন্ত; পরে রাজ্য ভ্রষ্ট হইল. এইহেতুক মহমুদের রাজ্য ও জঙ্গিস খাঁর রাজ্য এই দুই রাজ্যের স্থিরত্ব ছিল না।

তৃতীয়। তৈমুর বেগের রাজ্যের বিবরণ।

এই সকল রাজ্য ঐ দুই দুর্জনের হস্তহইতে মুক্ত হইবামাত্রেই ততোধিক দুর্জন তৈমুর বেগের হস্তে পতিত হইল. ঐ তৈমুর বেগ তের শত ছত্রিশ সনে জন্মিল, এবং তের শত সত্তরি সালে আপন রাজধানী সমরখণ্ডে অভিষিক্ত হইল. তাহাতে অন্যং তাতারীয় অধ্যক্ষ অসম্মত হইল, তাহাতে সে তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগের নাশ করিল. তাহার সৈন্য এত ছিল যে সকল সেনা একত্র করিলে সাড়ে ছয় ক্রোশ প্রস্থ হইত. এই মহাসেনা সমেত দক্ষিণ দেশ আক্রমণ করিল. তের শত আশী সনে পারসী দেশ জয় করিয়া ফরাৎ নদীপর্য্যন্ত অধিকার করিল. সে সময়ে তুরকের রাজ্যও প্রথম উঠিতে লাগিল, এবং বাজাজেৎ সে সময়ে সে লোকেরদের রাজা ছিল. সে সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সেই দুই জন বড় ও উভয়ের

and were mutually anxious to try their strength with each other. At length they came to an engagement, in which Timur-beg was completely victorious, and took Bajazat prisoner; he is said to have then confined him for nine months in an iron cage, in which he died.

In the year thirteen hundred and ninety, Timur-beg crossed the Sindh with ninety thousand horse, and as a host of locusts destroys every thing in its progress, so Timur-beg with this immense army falling upon the provinces of India desolated the whole country from the river Indus to the city of Delhi. In this enterprise one hundred thousand prisoners having accumulated on his hands, he considered, that if he carried them with him, his march would be impeded, and if he left them behind, they would join his enemies; he therefore determined to put them to death; and at once destroyed these hundred thousand men without the least remorse. In his progress from Delhi to Hurdwar, he is said to have destroyed every Hindoo he met. In this manner he proceeded from kingdom to kingdom destroying every thing in his march. In the year fourteen hundred and five the earth was relieved from this monster of iniquity: of his enormities we can only relate one or two instances. Near Delhi having decapitated two hundred thousand men, he erected various columns with their heads. Having met with much resistence in the seige of Bag-

প্রথম উঠিতে লাগিল, এবং বাজাজেৎ সে সময়ে সে লোকেরদের রাজা ছিল. সে সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সেই দুই জন বড় ও উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ করণেচ্ছা ছিল. পরে বাজাজেতের সহিত যুদ্ধে তৈমুর বেগ জয়ী হইয়া নয় মাসপর্য্যন্ত তাহাকে লৌহপঞ্জরে বদ্ধ রাখিল, এবং সে সেই পঞ্জরে মরিল।

ঐ তৈমুর বেগ তের শত নব্বই সনে নব্বই হাজার ঘোড়সওয়ার সমেত সিন্ধু নদী পার হইল; যেমন পতঙ্গদ্বারা শস্য উচ্ছিন্ন হয় সেমত সেনাসমেত ভারতবর্ষে পড়িয়া সিন্ধু নদীহইতে দিল্লীপর্য্যন্ত তৈমুর বেগ দেশ নষ্ট করিল. এবং গমনকালে যুদ্ধদ্বারা পরকীয় এক লক্ষ সেনা বদ্ধ হইলে বিবেচনা করিল, যে এ সেনা সঙ্গে লইলে পথে বিলম্ব হইবেক, ও ছাড়িয়া দিলেও বিপক্ষসঙ্গী হইবেক, অতএব নাশ করা কর্ত্তব্য; পরে আজ্ঞা দিয়া লক্ষ সেনা ছেদন করিল. ও দিল্লীহইতে হরিদ্বারপর্য্যন্ত যাইতে যত হিন্দু পাইল তাহারদিগকে কাটিল; এইরূপে দেশ নাশ করিতে২ সে ভ্রমণ করিত. পরে তৈমুর বেগ চৌদ্দ শত পাঁচ সনে মরিল; তখন পৃথিবী একহস্ত উচ্চা হইল. পৃথিবীর মধ্যে যত দুষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান এই; সে দিল্লীর নিকটে দুই লক্ষ মনুষ্যের মাথা কাটিয়া নানা প্রকার স্তম্ভ গ্রথিত করিল. বাগদাদ নগর অধিকার করিতে বিলম্ব হইল,

dad, he completely destroyed the city and caused the heads of ninety thousand men to be erected into one heap, as a monument of his vengeance. In the country of Persia, in the city of Ispahan, he erected a similar heap of seventy thousand human heads.

After his death, his family long governed Hindoosthan. A hundred years after that event, his grand-son Sooltan Baber sat upon the throne at Delhi, and firmly established the sovereignty in his own family. His grand-son Acber was a man of virtue and talent, and governed the empire with great equity. His grand-son Shah-jehan beautified the city of Delhi, but his son Aurung-zeb a wicked prince, having placed his father in confinement, and destroyed his brethren, usurped the throne. From that period, the Moosulman government in Hindoosthan has been gradually growing weaker and weaker. The whole empire is now in the hands of the English, who rule it with equity and moderation.

IV. *Of the Seljukian kingdom.*

In the year one thousand and thirty, another Moosulman government was established to the west of the Indus. It was called the Seljukian kingdom, and was very extensive. It extended from Persia to China and continued to flourish a hundred years. It was finally destroyed by the surrounding Moosulman princes. It was named after its first sovereign Seljuk.

তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে শহর সমুদয় উচ্ছিন্ন করিল, এবং নব্বই হাজার মনুষ্যের মস্তক ছেদন করিয়া আপন ক্রোধের চিহ্ন একটা রাশি করিল. পারসী দেশের ইস্পাহান নগরেও এইরূপে সত্তরি হাজার মনুষ্যের মস্তক কাটিয়া রাশি করিয়াছিল।

পরে তাহার বংশীয় লোকেরা হিন্দুস্থান ভোগ করিল. তাহার মরণের এক শত বৎসর পরে তাহার পৌত্র সুলতান বাবরশাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া আপন বংশেতে রাজ্য স্থির করিল. তাহার পৌত্র অকবর হিন্দুস্থানের মধ্যে শিষ্ট সর্ব্বাংশে বিশিষ্টরূপে রাজ্য করিলেন. তাহার পৌত্র শাহজাহাঁ দিল্লী শহর উত্তমরূপে সুশোভিত করিয়া রাজ্য করিলেন. তাহার পুত্র আওরঙ্গজেব অতিদুরাত্মা, আপন পিতাকে কারাগারে কএদ রাখিল এবং আপন ভ্রাতারদিগকে নষ্ট করিয়া সিংহাসন আক্রমণ করিল: তদবধি মুসলমানের রাজ্য হিন্দুস্থানের মধ্যে ক্রমেং লুপ্ত হইতেছে. এখন তাবৎ রাজ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হওয়াতে যথার্থ বিচার দ্বারা রাজশাসন হইতেছে।

চতুর্থ। সলজুকীয় রাজ্যবিবরণ।

এক হাজার আটত্রিশ সনে সিন্ধু নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অন্য এক মুসলমানীয় রাজ্য স্থাপন হইল. তাহার নাম সলজুকীয় রাজ্য, সে অতিবড় ছিল. তাহার পরিমাণ পারসী দেশ অবধি চীন পর্য্যন্ত, ও সে রাজ্য এক শত বৎসর থাকিয়া চতুর্দ্দিকস্থ মুসলমান রাজার দ্বারা লুপ্ত হইল. সে রাজ্যস্থাপকের নামানুসারে রাজ্যের নাম সলজুক হইল।

V. *Of the Turks.*

We have before mentioned that the Mahomedans of Tartary made five eruptions into the provinces of the south. The last eruption was that of the Turks, who issued from the countries to the north of the Caspian sea. From Othman, one of their generals who about the year thirteen hundred acquired great power and glory, their empire has been called the Ottoman empire. In the year fourteen hundred, Bajazet succeeded to the chief command, of whom we have given an account before. In the year fourteen hundred and fifty-three, the Turks took Constantinople and destroying the Grecian empire, made that city the capital of their monarchy; they enjoy it to this day. Of these five M*oos*u*l*man empires, four have been destroyed, and the Turkish empire alone remains; but it is now no longer formidable to the nations of Europe.

We have thus briefly treated of the affairs of the M*oos*u*l*mans. Though they have made the most extensive conquests, the empires which they successively established, flourished only for a time, since they were established upon the miseries of mankind. The influence of these conquerors on human affairs, for the last thousand years, has been far more detrimental than beneficial.

It would however be unjust to refuse them that share of praise which is their due. Some of their

পঞ্চম। তুরুকের রাজ্যবিবরণ।

পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে যে তাতার দেশীয় মুসলমানেরা পাঁচবার স্বরাজ্যের দক্ষিণ দেশ আক্রমণ করিল. তাহার শেষ বারে তাতার তুরুকেরা কাস্পিয়ন সমুদ্রবর্ত্তী উত্তর দেশহইতে বাহির হইয়া আইল. তের শত সনে অতমান নামে তাহারদের এক অধ্যক্ষ সেই রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যশালী হইল, সেই হেতুক সে রাজ্যের নাম অতমান রহিল. চৌদ্দ শত সনে বাজাজেৎ রাজা হইল, তাহার বিষয় পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে. চৌদ্দ শত তিপ্পান্ন সনে তুরুকেরা কনস্তান্তীনোপল নগর অধিকার করিল, ও গ্রীক রাজ্য নাশ করিয়া ঐ নগরে আপন রাজধানী করিল, সে অদ্যাপি আছে. ঐ পাঁচ মুসলমানেরদের রাজ্যের মধ্যে চারি লুপ্ত হইয়াছে, কেবল এই তুরুকমাত্রের রাজ্য অবশিষ্ট আছে, কিন্তু সে এখন অন্যং ইউরোপীয়েরদের ভয়জনক নহে।

এইং মত মুসলমানেরদের সকল বিবরণ সংক্ষেপে লিখা গেল. মুসলমানেরা অনেকং দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যে রাজ্য স্থাপন করিল সে রাজ্য অল্পক্ষণমাত্র রহিল, যেহেতুক সে মনুষ্যেরদের দুঃখদ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল. সহস্র বৎসরাবধি দিগ্বিজয়শীল মুসলমানেরদের সকল লোকের উপরে যে বশ্যতা ছিল তাহাতে লোকেরদের তাদৃক্ সুখ ছিল না, বরং দুঃখ ছিল।

তথাপি তাহারা প্রশংসনীয়, যেহেতুক তাহারদিগের মধ্যে কএক রাজার বিদ্যাবৃদ্ধির আত্যন্তিকী চেষ্টা ছিল. বাগদাদে

sovereigns were illustrious patrons of the arts and sciences. In the city of Bagdad there were at one time no fewer than six thousand students of Arabic learning; and the northern part of Africa though now sunk into the most abject servitude, could once boast of its grandeur in science and civilization. In Egypt under the Moos*u*lman government a library was formed which comprised a hundred thousand volumes; and the royal library of Spain contained no fewer than two hundred and eighty thousand. Every kind of learning within the reach of human attainment, was cultivated by them. Two hundred different grammars of the Arabic language are said to have been composed by their literati; and the renown which they obtained by the culture of literature, is more solid and lasting than that which they acquired by their amazing conquests. Learning is however now almost extinct among them. The countries which yet remain under the Moos*u*lman governments, are subject to the deepest misery; and while other kingdoms rise and flourish, those which belong to them, are gradually mouldering away. It is one of the invariable laws which regulate human affairs, that though governments may suddenly be erected by injustice, they can only be preserved by justice: the absence of this principle will invariably overthrow them. From the creation of the world to the present time, the prevalence of injustice in any government, has invariably proved its destruction, and will do so to the end of time.

এক সময়ে ছয় হাজার শিষ্য আরবী ভাষা শিখিত, এবং আফ্রিকার উত্তর পার্শ্বে লোকেরা এখন অসভ্য হইয়া তাহারদের পূর্ব্ব পুরুষের বিদ্যা ও শিষ্টতার প্রশংসা করিতে পারে. মিসর দেশে মুসলমানেরদের কর্ত্তৃক এক পুস্তকালয়স্থাপন হইয়াছিল, তাহাতে এক লক্ষ পুস্তক ছিল, এবং স্পানিয়া দেশে রাজার পুস্তকশালাতে দুই লক্ষ আশী হাজার পুস্তক ছিল. যত প্রকার বিদ্যা মনুষ্যেরদের জ্ঞানগম্য হয় সেইং বিদ্যাতে মুসলমানেরা সুশিক্ষিত হইয়াছিল. আরবী ভাষাতে তাহারা দুই শত ব্যাকরণ পুস্তক করিয়াছিল, এবং বিদ্যাদ্বারা যে সুখ্যাতি পাইয়াছে তাহারদের দেশ অধিকার করাতে তাদৃশ সুখ্যাতি নাই. এখন তাহারদিগের মধ্যে বিদ্যা প্রায় লুপ্তা হইয়াছে. যেং রাজ্য এখন মুসলমানেরদের অধীন আছে তথাকার লোকেরা অতিশয় দুঃখভোগী, এবং অন্যং রাজ্য বর্দ্ধিষ্ণু হইতেং তাহারদের রাজ্য ক্রমেং লুপ্ত হইতেছে. পৃথিবীর এই স্থূল নিশ্চল ব্যবস্থা যে অযথার্থদ্বারা দেশ অধিকার করা যায় বটে, কিন্তু যাথার্থ্য বিনা থাকে না, ও অযাথার্থ্যে রাজ্যের লোপ নিতান্ত হয়. যদবধি পৃথিবীর নির্ম্মাণ হইয়াছে তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত অযাথার্থ্যে রাজ্যের নাশ হইয়াছে, এবং সর্ব্বদা নাশ হইবেক।

Of the Attraction of the Earth.

Gopal. Why does a fruit fall to the ground?

Kalee-das. I have heard that Newton the great Astronomer in England, on perceiving the fall of a fruit to the ground, was enabled after much reflection, to establish the true theory of the earth.

G. What then is there extraordinary in the fall of a fruit?

K. There is nothing really astonishing in it, but it led him to deep reflection.

G. On what did he reflect?

K. He considered by what means the fruit was brought to the ground.

G. Why; I could tell that. When it was released from the stalk, there was nothing to support it.

K. And what then?

G. In these circumstances, it must fall, you know.

K. But why must it fall? That is the point.

G. Because it could not help it.

K. But why could it not help falling?

G. I cannot tell; this is a difficult question. Because there was nothing to keep it suspended.

K. Suppose there were not—does it follow that it must come to the ground?

G. Yes surely.

পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ।

গোপাল । বৃক্ষহইতে কি কারণ ফল পড়ে?

কালিদাস। আমি শুনিয়াছি যে ইংগ্লণ্ডের মহাজ্যোতির্বিৎ নিউতন বৃক্ষহইতে ফল পড়িতে দেখিয়া, নানা বিতর্কদ্বারা পৃথিবীর যথার্থ ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

গো। ফলের পতনের আশ্চর্য্য কি?

কা। ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য ছিল না; কিন্তু তিনি দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

গো। তিনি কি ভাবিলেন?

কা। এই ভাবিলেন, কি রূপে ফল মৃত্তিকাতে আইল।

গো। আঃ আমি তাহা কহিতে পারি ডালহইতে খালাস পাইয়া থাকিবার স্থান পাইল না।

কা। তবে কি?

গো। এমত হইলে অগত্যা পড়িতেই হয়।

কা। পতনের আবশ্যক কি?

গো। রহিতে না পারিয়া।

কা। কি হেতু রহিতে পারিল না?

গো। আমি বলিতে পারি না; এ কঠিন বিষয়; তাহাকে ধরিয়া রাখনের বস্তু কিছু ছিল না।

কা। যদি রাখনের বস্তু ছিল না, তবে কি অবশ্য মৃত্তিকাতে পতন হইবেক?

গো। অবশ্য।

K. Is a fruit animate, or inanimate?

G. Inanimate, to be sure.

K. Can that which is inanimate then move of itself?

G. I should think not. But the fruit falls because it is forced to fall.

K. Right. Some force out of itself acting upon it, caused it to fall, otherwise though loosened from the tree, it would remain for ever were it was.

G. Would it indeed?

K. Undoubtedly. There are only two ways by which it could be moved; it must either be moved by its own native force, or by some other power. It cannot move of itself; Newton therefore considered, by what force it could be moved?

G. But every thing falls to the ground as well as a fruit, when there is nothing to keep it up.

K. True, and there must then be some universal cause of this tendency to fall.

G. And what is it?

K. If things out of the earth cannot of themselves move towards it, there can be no other cause of their coming to the earth, than that the earth pulls them.

G. But the earth is equally inanimate, how then can it pull any thing?

K. Newton after deep meditation discovered that there is a universal law in nature, by virtue of which every particle of matter draws towards itself every other particle of matter according to its size and distance. The globe of this earth is a prodigious mass

কা। ফল সজীব কি নির্জীব?

গো। নির্জীব অবশ্য।

কা। নির্জীব বস্তু আপনি কি চলিতে পারে?

গো। আমি বুঝি না। কিন্তু সে ফল পড়িল, অনুমান হয় অন্যের জোরে পড়িয়া থাকিবেক।

কা। এই স্থির বটে. সে ফলভিন্ন অন্য জোর তাহার উপর আসিয়া তাহাকে পতিত করে; এমত না হইলে সেখানে খালাস পাইয়া সেইখানে থাকিত।

গো। এমত কি হইত?

কা। অবশ্য। তাহার চলনের কেবল দুই উপায় আছে; হয় আপন জোরে কিম্বা অন্য কোন জোরে চলে. আপন জোরে চলিতে পারে না, তবে কোন জোরে চলিল, নিউতনের এই ভাবনা হইল।

গো। কিন্তু ফলভিন্ন অন্যং বস্তুর উপরে রাখিবার জোর না থাকিলে মৃত্তিকাতে পড়ে?

কা। বটে কিন্তু সকল বস্তু পতনের অবশ্য কিছু কারণ আছে।

গো। সে কি?

কা। পৃথিবী ছাড়া যে বস্তু আছে তাহারা যদি আপনি চলিতে না পারে, তবে পৃথিবীর উপরে পতনের কারণ এই, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া লয়।

গো। কিন্তু পৃথিবীতো অজীবন, সে কি রূপে টানিতে পারে?

কা। নিউতন অনেক ক্ষণ ভাবিয়া এই স্থির করিলেন; সকল পদার্থের এই স্বভাব স্থির আছে, যে সকল বস্তু ছোট বড় অনুসারে পরস্পর আকর্ষিত হয়. এই পৃথিবী অতিশয় বড় এক বস্তু, তা

of matter, to which nothing near it bears any comparison. It draws therefore every thing within its reach towards itself; this is called its *attraction*. When any thing is lifted up, it is drawn contrary to this force, and therefore appears heavy; and the more it contains, the heavier it appears, since that increases the attraction of the earth.

The Earth and her Children.

IN a certain district of the globe things one year went on so ill, that all living beings, animals and vegetables carried their complaints to their common mother the earth. First came man: O earth, said he, canst thou behold unmoved the calamities of thy favourite offspring? the benignity, care, and assistance formerly bestowed by thee upon us, why is it now withdrawn? Plagues and pestilence destroy us—storms tear in pieces the work of our labor; the elements of fire and water are let loose against us, and in the midst of all these evils we are so infatuated as to fight with one another. O mother, either deliver us from evil or receive us again into thy maternal womb.

Next came the wild inhabitants of the wood and said; O mother earth, pity us thy children who repose on thy breast and derive our subsistence from thy fruitful bosom: we are parched with drought; we are scourched with the rays of the sun; from the storm

হার নিকটে এমত বড় আর কোন বস্তু নাই; অতএব পৃথিবী চতুর্দিক্‌স্থ ছোটং বস্তুকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে. যখন পৃথিবীহইতে কোন বস্তু উঠান যায়, তাহাকে আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয়, এই কারণ উঠাইতে ভারি বোধ হয়. সে বস্তু যদি অতিবৃহৎ হয়, তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্বপ্রযুক্ত অধিক ভার বোধ হয়।

পৃথিবী ও তাহার সন্তানেরা।

পৃথিবীর এক প্রদেশে এক বৎসর এমত দুঃখ হইল, যে সে স্থানের জীব জন্তু বৃক্ষাদি আপন মাতা পৃথিবীর নিকট স্বং দুঃখ কহিল. প্রথম মনুষ্যেরা কহিল, হে মাতঃ আমরা তোমার প্রিয় সন্তান, আমারদের যে দায় উপস্থিত ইহাতে তুমি কিছু দয়া কর না? যে দয়া ও চেষ্টা ও উপকার পূর্ব্বে করিতা, সে এখন কেন রুদ্ধ হইয়াছে? মরক আমারদিগের নাশ করে, এবং যে কর্ম্মে উদ্যোগ করি তাহা ঝড়ে নষ্ট করে; অগ্নি ও জল দুই ভূত আমারদিগের প্রতি লাগিয়াছে, এবং এই সকল দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও আমারদের এমত ভ্রম আছে, যে আমরা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করি. হে মাতঃ, আমারদিগের দুঃখ দূর কর, কিম্বা পুনর্ব্বার তোমার উদরে লও।

পরে বন্য পশুগণ আসিয়া কহিল; হে মাতঃ পৃথিবি, আমারদিগের প্রতি দয়া কর; আমরা তোমার পুত্র, তোমার ক্রোড়ে শয়ন করি এবং তোমার স্তন পান করি, জলাভাবে মরি, সূর্য্যতেজে দগ্ধ হই, ঝড় বৃষ্টিহইতে আশ্রয় নাই, তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া শক্তি পাই

and the rain we have no refuge; from the vegetables we derive no nourishment; we languish under disease, and the race of man regarding us as menials, inflict distress. Without speedy succour we cannot survive another year.

The vegetables from the tender herb to the mighty sovereign of the forest came next and said, O earth, our mother, on whom we continually remain, whose vital juice we drain, have compassion on us, we languish through noxious gales, we pant for the descent of rain; innumerable insects destroy us; flocks and herds trample us under their feet; and man through mutual divisions lays us waste. Already whole tribes of us are destroyed; and unless thou save us, another year will witness our total destruction.

The earth answered, I have now existed six thousand years, and scarcely one year has passed in which I have not heard similar complaints from some quarter; nevertheless every thing has remained in nearly the same state, and no species of created beings has been finally lost; the injuries of one year are repaired by the succeeding. The growing vegetables may be blasted, but the seeds of others are secured in my bosom ready to revive at a more favorable season. Animals may be thinned one year; but the remnant is left; from which a new increase is produced. Man alone, suffers from his own follies; yet if he were wise

না এবং রোগদ্বারা মরি, এই যে মনুষ্য ইহারাও আপন চাকরের ন্যায় রাখিয়া দুঃখ দেয়. তুমি যদি দয়া না কর, তবে আর এক বৎসরও বাঁচিতে পারি না।

পরে তৃণ শস্য মহাবৃক্ষাদি আসিয়া কহিল; হে পৃথিবি, তুমি আমারদিগের মাতা, তোমার উপরে সর্ব্বদা বাস করি, তোমার রস পানে প্রাণ ধারণ করি, আমারদিগের প্রতি দয়া কর; মন্দ বায়ু স্পর্শে মরি, জলাভাবে তৃষ্ণাতে ঘন শ্বাস বহে, অসংখ্য কীটে নষ্ট করে, গোমেষাদিতে চরণদ্বারা পেষণ করে, মনুষ্যেরা পরস্পর যুদ্ধ করিলে তাহাতে পেষ যাই. আমারদিগের মধ্যে কএক বংশ নষ্ট হইয়াছে, যদি তুমি রক্ষা না কর তবে এক বৎসরের মধ্যে সকল নাশ হইবেক।

পৃথিবী উত্তর করিলেন, আমি ছয় হাজার বৎসর নির্ম্মিতা হই য়াছি, ইহার মধ্যে এমত স্থান দেখিলাম না যে এমত নালিশ কোন বৎসরে না শুনিলাম; তথাপি পূর্ব্বেও যেমত ছিল এখনও সে ই মত আছে, অদ্যাপি কোন পদার্থ লুপ্ত হয় নাই; এক বৎসরে যে লুপ্ত হয় দ্বিতীয় বৎসরে সে পুনর্ব্বার জন্মে, শস্য তৃণাদি যদি কোন বৎসরে নষ্ট হয়, তথাপি অন্য শস্যাদির বীজ আমার উদরে আছে, সময় ভাল পাইলে পুনর্ব্বার উঠে, পশু যদি কোন এক বৎসর কোন মতে ন্যূন হয়, তবে শেষ যে থাকে তাহার দ্বারা পুনর্ব্বার পশুজাতি বৃদ্ধি হয়. মনুষ্য কেবল স্বভাব দোষে দুঃখ পায় তথাপি যদি

and would exert himself, he might obtain deliverance from these miseries. Have patience then, my children, though you suffer misery, yet you enjoy happiness, and God who created you, will not withhold his protection when you stand most in need of it.

তাহারা বুঝে ও মনোযোগ করে তবে এ সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে. তোমরা ক্ষান্ত হও তোমরা দুঃখ পাইতেছ সুখ ভোগও করিতেছ, এবং ঈশ্বর তোমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তোমারদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন।

Dig-D[illegible]urshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

N° V.

August, 1818.

169

-DURSHUN.

V.

Annals of Europe.

IN our last number we gave a short account of the ancient history of Europe. In this we propose to give [illegible]ral outline of the progress of events in Europe from the year 476 to the present time. It is of the highest importance to obtain a knowledge of the history of Europe and of the means by which it has attained its present superiority both in power and knowledge. With the exception of North America, the rest of the world i[illegible] entirely under its influence; and even the [illegible] of North America emigrated from it, and derived the peculiar complexion of their character from the ideas prevalent in the mother-countries. Though there is at present no part of the civilized world not affected in a greater or less degree by the influence of Europe, it was not so in former ages;—Europe was then in a state of barbarism, and the centre of universal power [illegible]. The seat of empire is now transferred to Europe where the arts and sciences have attained the high